# বেতার জগৎ

ORGAN OF THE CALCUTTA STATION

ALL-INDIA RADIO

Vol. VIII No. 17 | Wednesday, 1st September, 1937. | Two Annas
৮ম বর্ষ, ১৭শ সংখ্যা ] | বুধবার ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭, ১৬ই ভাদ্র ১৩৪৪ | [ মূল্য দুই আনা

৭ই সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত জলধর সেন

## ছোটদের বৈঠকে

## "আমি যখন তোমাদের মতো ছোট ছিলাম"

# VARTA

OR

# PERTRIX

# L. T. BATTERIES.

ARE EQUALLY AS GOOD
AS EACH OTHER AND ARE THE BEST
OBTAINABLE FROM ALL RADIO DEALERS

OR

MAIN DISTRIBUTORS FOR NORTHERN INDIA

**Pertrix type PZ2**
**2 Volt 35 AMP. Hour Capacity**

VARTA
Type
L3
90 AMP. HR.
Intermittent
Volt
LT. CELL




## RADIO SUPPLY STORES,

3, DALHOUSIE SQUARE,

CALCUTTA.

---

# পাইওনিয়র রেকর্ড

"MUSIC IS LIFE"
TRADE MARK
P. R. & M. V. LTD.

## —নূতন বাংলা গান—

সেপ্টেম্বর ১৯৩৭

**কুমারী গীতা সেন গুপ্তা**

NQ. 23
- শরৎ এসেছে আজি দ্বারে
- ওগো অজানা বনের পাখী

**শ্রীপ্রবোধ রাই ও শ্রীমতী বেলা মজুমদার**

NQ. 24
- গহীন গাঙে নাও ভাসায়ে
- ও ভাই মিতে বলি তোরে

**শ্রীধীরাজ ভট্টাচার্য্য ( ফিল্ম )**

NQ. 25
- চোখের জলে মঞ্জরিল
- তোমার প্রেমের পাগল

**Bosepara Friends Musical Club.**

NQ 26
- অর্কেষ্ট্রা
- অর্কেষ্ট্রা

## দি পাইওনিয়র রেকর্ডস এণ্ড মিউজিক্যাল ভ্যারাইটিজ লিমিটেড।

৪৪নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা।

# জরুরী নোটীশ ও বিতরণ!

208

**ধবল ও কুষ্ঠ** ইহার অব্যর্থ দৈব মাদুলী ধারণে রোগের বৃদ্ধি বন্ধ হইবে এবং আভ্যন্তরিক ঔষধে ভিতর হইতে রোগের বীজ নষ্ট হইয়া বাহ্যিক ঔষধে ত্বরায় চর্ম্মের রং স্বাভাবিক হইবে। "এ রোগ আরোগ্য হয় না" এই ভুল ধারণা দূর করিবার জন্য প্রত্যেক জেলার অধীন বিভিন্ন স্থান হইতে পাঁচ শত করিয়া ধবল ও কুষ্ঠরোগীর চিকিৎসা "বিশেষ রোগী" হিসাবে বিনামূল্যে করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। হতাশ রোগী আজই পত্র লিখুন। রোগীর সংখ্যা পূর্ণ হইয়া গেলে সেই জেলা হইতে "বিশেষ রোগীর" শ্রেণীতে আর রোগী লওয়া হইবে না।

**২৫ হাজার শিশি বিতরণ**

**স্ত্রীরোগ** স্ত্রীব্যাধি শ্রীযুক্তা অমিয়বালা দেবীর জগৎবিখ্যাত "ফিমেলা" ব্যবহারে মাত্র একুশ দিনে নির্দ্দোষ আরোগ্য হইয়া বহু বন্ধ্যানারী পুত্রের জননী হইয়াছেন—আজ কাল কেহ কেহ বন্ধু পত্নীর বিবাহ উপহার সম্ভারেও এই ফিমেলা সাজাইয়া দিতেছেন। মূল্য ৩৷৷০। দুস্থ বাংলার মা বোনদের জন্য ২৫ হাজার শিশি অর্দ্ধমূল্য ১৸০ আনায় বিতরণ হইতেছে। একত্র তিন শিশিতে পার্শ্বেল খরচা লাগে না। এ সুযোগ কেহ হারাবেন না

**হাঁপানী** সন্ন্যাসীর দেওয়া ঔষধ এজনল নামে রেজেষ্ট্রিকৃত আমার ঠাকুরমাতা এই ঔষধে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়া ৮৫ বৎসর পর্য্যন্ত সুস্থ শরীরে বাঁচিয়াছিলেন মূল্য ২৸০ আনা। ঘরে ঘরে প্রচারের জন্য মাত্র দশ হাজার শিশি অর্দ্ধমূল্য ১৸০ আনায় বিতরণ হইতেছে।

দ্রষ্টব্যঃ—
"ফিমেলা" ২৫ হাজার এবং "এজনল" ১০ হাজার শিশি বিতরণ শেষ হইয়া গেলে আর অর্দ্ধমূল্যে ইহা দেওয়া সম্ভবপর হইবে না। এজন্য পরে কেহ অনুরোধ করিবেননা। কলিকাতাবাসীর সুবিধার জন্য "ফিমেলা" এবং "এজনল" এই ঔষধ দুইটী ৬৩নং হ্যারিসন রোডে বিতরণের ব্যবস্থা আছে। মফঃস্বলবাসী আমার নিকট লিখিবেন।

**শ্রীঅমিয়বালা দেবী** অমিয় কুটীর, পাহাড়পুর, দিনাজপুর

---

PUBLIC SPEECH EQUIPMENT

SPEECH MUSIC

209

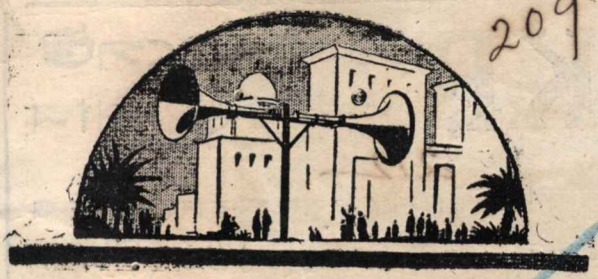

For Indoor or Outdoor Meetings
Melas Garden Party —
Marriages—Hotels—Swimming Pools
Amusement Parks.
Etc., Etc.
CAN BE HIRED—ANY TIME
ANYWHERE.

FOR CLEAR RECEPTION
& BETTER TONE
USE

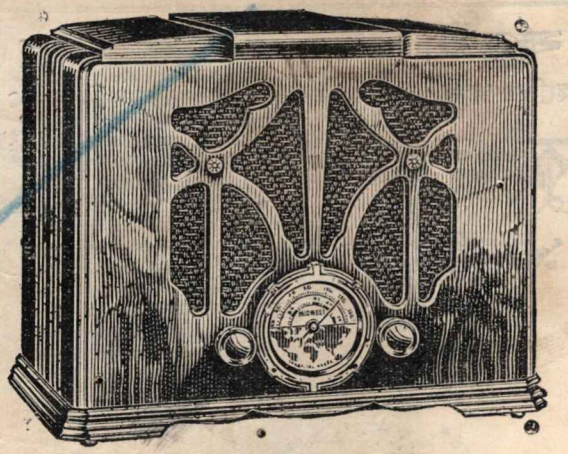

MIDWEST 6 VALVE
AC/DC SET Rs. 150/-
**For Cash**
One Year Free Service Given After Sale.

# INTERNATIONAL RADIO EMPORIUM LTD.

Phone—
South 594

**Jaidka House, 132, Russa Road**
**Kalighat, Calcutta.**

# নূতন সেনোলা রেকর্ড

## সেপ্টেম্বর—১৯৩৭

এবারের সেনোলা-সঙ্গীতের ডালা যাঁহাদের অর্ঘ পূর্ণ করিয়াছে তাঁহাদের নাম—
সর্ব্বজন-সমাদৃত গায়ক শ্রীযুক্ত রথীন চট্টোপাধ্যায় বি-এ, অমৃতকণ্ঠী সুবিখ্যাত গায়িকা শ্রীমতী বীণাপাণি,
সেনোলা সঙ্গীতপ্রিয়ের প্রিয়তম গায়ক শ্রীসন্তোষ কুমার সেনগুপ্ত বি-এ, সুরস্বপ্ন-রচয়িত্রী
শ্রীযুক্তা বীণা চৌধুরী, যন্ত্রসঙ্গীতে বহু-পুরস্কার-শোভিতা কুমারী শোভা কুণ্ডু।
এবারের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ শ্রীযুক্ত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত অমর পালা

## উমার তপস্যা

প্রযোজনা : শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

মাত্র ৪ খানি রেকর্ডে সম্পূর্ণ, মূল্য ৯৲ টাকা।

উমার তপস্যা সকল নারীর চিরকালের তপস্যা —এই পূণ্য কাহিনীটি মধুর অভিনয়ে ও মোহন সঙ্গীতে পরিপূর্ণ হইয়া প্রকাশিত হইল।

আপনার পরিবার পার্টির সঙ্গে হাসিবার জন্য—

## শিবশর্ম্মা এণ্ড পার্টি

রচনা : শ্রীপরিমল গোস্বামী। প্রযোজনা : সেনোলা নাট্যপরিষদ।

মাত্র একখানি রেকর্ডে সম্পূর্ণ, মূল্য ২।০

---

**ফটো!** স্থাপিত ১৯২৮ **ফটো!!** ফোন কলি ২২৯৩

## কুইক ফটো সার্ভিস কোং

১৫৭-বি ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফটো হইতে প্লেন ব্রোমাইড এন্‌লার্জমেণ্ট

| সাইজ | নাম |
|---|---|
| ৪" × ৬" | ॥৵০ |
| ৬" × ৮" | ৸৵০ |
| ১০" × ১২" | ১৷৵০ |
| ১২" × ১৫" | ১৷৷৵০ |
| ১৭" × ২৩" | ৩৵০ |

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—(১) দাম অর্ডারের সহিত অগ্রিম দিতে হয়।
(২) ডাক খরচ স্বতন্ত্র ॥০ লাগে।
(৩) অস্পষ্ট ফটো হইলে দাম বেশী লাগে।

---

## KB রেডিও সেট রেডিও গ্রাম

সুলভ মূল্যে সুন্দর বেতার গ্রাহক যন্ত্র

তিন ভাল্‌ভ সেট ৯০৲ টাকা

এ-সি, ডিসি রেডিওগ্রাম

মূল্য মাত্র ১৫০৲ টাকা

গ্রামোফোন মেসিন ও রেকর্ড এবং ফটোগ্রাফির যাবতীয় সরঞ্জাম বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। সন্তোষজনকরূপে রেডিও সেট মেরামত করা হয়।

## ট্রেডার্স বুরো

৮২, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, ফোন বড়বাজার ৩২০৬

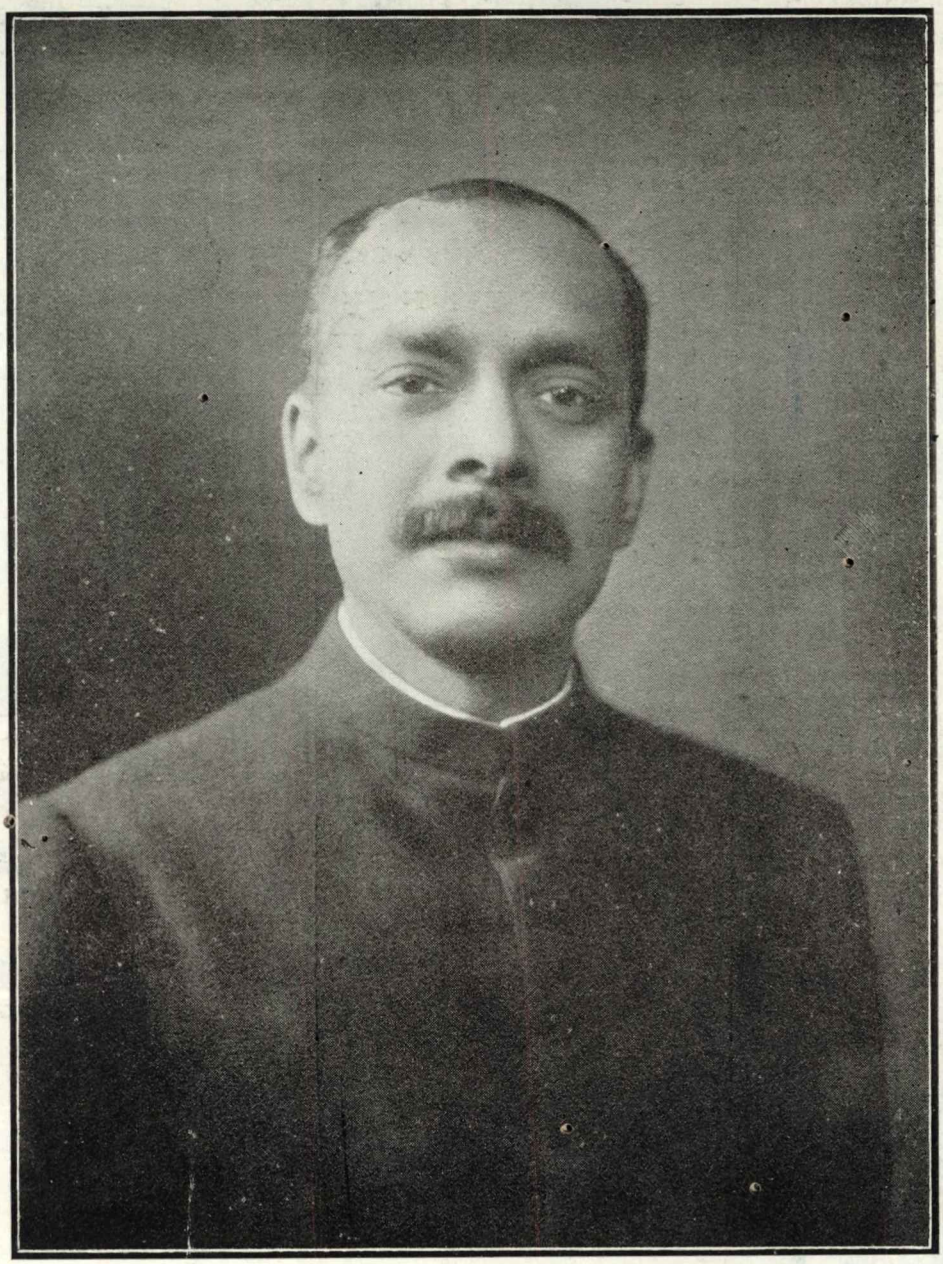

কুমার হিরণ্যকুমার মিত্র

৮ম বর্ষ ] বুধবার, ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭, ১৬ই ভাদ্র ১৩৪৪, [ ১৭শ সংখ্যা

# আমাদের কথা

## পরলোকে কুমার হিরণ্যকুমার

কুমার হিরণ্যকুমার মিত্র আর ইহজগতে নাই!

যদিও হিরণ্যকুমার ভগ্নস্বাস্থ্য ছিলেন তবু তাঁর কর্ম্মজীবন আমাদের এতটুকু চিন্তা করবার অবসর দেয়নি যে, এত শীঘ্র তাঁর দেহাবসান হবে!

জনহিতকর বিহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে হিরণ্যকুমারের সম্বন্ধ ছিল। কিন্তু বেতারের সঙ্গে তিনি যে সম্বন্ধ গ'ড়ে তুলেছিলেন, সে নিবিড় সম্বন্ধ অন্তরের একান্ত-বন্ধনে সমাবদ্ধ ছিল। সে সম্বন্ধ কর্ত্তব্য-সম্পাদনের নয়—সে সম্বন্ধ প্রাণের পরিতৃপ্তির সম্বন্ধ।

আজ যেমন হিরণ্যকুমার কালের আকস্মিক আহ্বানে অন্তর্ধান করলেন, তেমনি সাত বৎসর পূর্ব্বে বেতারের ছোটদের আসরের একটি সুকুমার বালক কালের প্রলয়-নিশ্বাসে পিতার স্নেহের বৃন্ত থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে ঝরে' পড়েছিল মরণ মরু-প্রান্তরে। বালকটি হিরণ্যকুমারের একমাত্র পুত্র প্রফুল্লকুমার। বেতারকে প্রফুল্ল প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিল তাই হিরণ্যকুমার তাঁর দুঃসহ শোকে শান্তি ও সান্ত্বনার স্পর্শ পেলেন বেতারেরই ভিতর দিয়ে। তিনি বেতারে এসেই ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের একটি মিলন-কেন্দ্র গড়্লেন এবং তার নাম দিলেন—"রেডিও সার্কেল অব্ বেঙ্গল"। তিনি স্বয়ং এই রেডিও সার্কেলের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। মাত্র দুটি মাস পূর্ব্বে তিনি মহামান্য সম্রাটের অভিষেকোৎসবে "রেডিও সার্কেল অব্ বেঙ্গলে"র ছেলেমেয়েদের অধিবেশনে স্বয়ং উপস্থিত থেকে তাদের আনন্দ ও পরিতৃপ্তির জন্য নানা দিকে নানা প্রকার সুব্যবস্থা ক'রেছিলেন ও স্বয়ং তত্ত্বাবধান ক'রে এই অধিবেশনটিকে সার্থক ক'রে তুলেছিলেন।

গত ২৪শে আগষ্ট অপরাহ্নে সিমলায় তিনি দেহত্যাগ ক'রেছেন। আগামী সংখ্যার বেতার জগতে আমরা তাঁর সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করবো। এবারে শুধু তাঁর শোক সন্তপ্ত বৃদ্ধ পিতা, বিধবা পত্নী ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের আন্তরিক সহানুভূতি জানিয়ে বিদায় গ্রহণ করছি।

## ছোটদের বৈঠক

কলিকাতা ষ্টেশনের ছোটদের আসর এখানকার প্রোগ্রামের একটা গৌরব। এবং এই আসরের কথা

উঠলেই স্মরণে জাগে, এই আসরের প্রাণ-দাতা প্রতিষ্ঠাতা গল্পদাদুর কথা। বাংলা দেশের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে তিনি বেতারকে এমন ভাবে পৌঁছে দিয়েছিলেন যে, আজ শত শত ঘরে ছেলেমেয়েরা এই থেকে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের খোরাক পাচ্ছে। বাংলা দেশের ছেলেমেয়েদের চেতনায় এক নতুন জগৎ জেগে উঠেছে, এই বেতারের কল্যাণে।

গল্পদাদুর অকাল-প্রয়াণের পর যাঁরা প্রাণপণে এই আসরকে বাঁচিয়ে রাখতে, সজীব রাখতে চেষ্টা করেছেন, তাঁরা সকলেই আজ বাঙ্গালী ছেলেমেয়েদের কাছে প্রিয়। সম্প্রতি কিছুদিন থেকে শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় এই আসর পরিচালনা করছেন। কি ক'রে ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে যে কোনও নীরস জিনিসকে সরস করে তুলে ধরা যায়, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এক যুগ ধরে সাহিত্য-ক্ষেত্রে তার সাধনা করে এসেছেন—তাঁর পরিচালনায় ছোটদের আসর যে প্রতিদিনই নবশক্তি লাভ করছে, তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। সম্প্রতি তিনি ছোটদের আসরের প্রোগ্রামের কিছু নতুনত্বের পরিকল্পনা করেছেন।

আনন্দের মধ্যে দিয়ে, খেলার মধ্যে দিয়ে, গানের মধ্যে দিয়ে, ছেলেমেয়েরা যাতে তাদের মনের পুরো খোরাক পেতে পারে—বেতার যাতে বাংলার আনন্দ দুলালদের কৈশোর-স্বপ্নকে আরও একটু মহিমান্বিত করে তুলতে পারে, তারই জন্যে এই নতুনত্বের পরিকল্পনা। সংক্ষেপে বলতে গেলে, এই নতুনত্বকে তিনটী অংশে ভাগ করা যেতে পারে,

(১) আজ যাঁরা আমাদের দেশে বড় হয়েছেন, গণমান্য বা কৃতী হয়েছেন, তাঁদের শৈশবের কথা তাঁদের মুখ দিয়ে ছেলেমেয়েদের শোনান। একদিকে একজন কৃতী লোকের বাণীর স্পর্শে শিশুর সৃজনকামী মনে যেমন একটা মহৎ হবার, বৃহৎ হবার স্পৃহা আপনা থেকেই জেগে উঠবে, তেমনি বড় লোকের কৃতী লোকের শৈশব কাহিনীর চেয়ে উল্লাসকর কাহিনী আর কি হতে পারে? জগতে কেউ বলতে পারে না; কার স্পর্শে কে কখন জেগে ওঠে! কে জানে আজকের যাঁরা শ্রোতা, তাঁদের মধ্যেই জাগছে না আজকের কথকের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন ব্যক্তিত্ব। এই উদ্দেশ্য নিয়ে নৃপেনবাবু একে একে বাংলা দেশের কৃতিসন্তানদের ছোটদের আসরে আনবার চেষ্টা করছেন। ৭ই সেপ্টেম্বর বাংলা দেশের পূজনীয় স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় তাঁর বাল্য-জীবনের কথা আসরে এসে বলবেন।

(২) আর একটী নতুন ধরণের বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছে। এই বক্তৃতাগুলি ছেলেমেয়েদের যে প্রভূত কল্যাণকর হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বক্তৃতাগুলির বিষয় হলো "শিশুর একদিনের জীবন—ভোর থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত"। ভোর বেলা ঘুম হতে ওঠা থেকে আবার রাত্তিরে ঘুমিয়ে পড়া পর্য্যন্ত বালক বালিকার জীবনে অনেক কর্ত্তব্য আছে—তার মধ্যে অনেক এমন ছোট-খাট জিনিষ আছে, যা না-মানার ফলে বালক বালিকাদের চরিত্র-গঠনে বাধা পড়ে। এই বক্তৃতাগুলি এই ভাবে ভাগ করা হয়েছে—

(১) ঘুম থেকে ওঠা
(২) ঘুম থেকে ওঠার পর
(৩) স্কুলে যাবার আগে
(৪) স্কুলে
(৫) স্কুল থেকে আসবার সময়
(৬) খেলার মাঠে
(৭) বাড়ীতে
(৮) সন্ধ্যার পড়ার সময়
(৯) রাত্রিতে শোবার আগে

প্রত্যেকটী বিষয় ছোট ছেলেদের মতন করে এক একজন বিশেষজ্ঞ দিয়ে বলান হবে।

(৩) তৃতীয় নতুনত্বটী হলো, বাংলা দেশে আজ শিশু-সাহিত্যে যাঁরা প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেছেন, তাঁদের প্রত্যেককে মাইক্রোফোনের সামনে আনা এবং তাঁদের দিয়ে তাঁদের বিশেষ বিষয়ে ছেলেমেয়েদের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করা। এই উদ্দেশ্যে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়, সুনির্ম্মল বসু, অখিল নিয়োগী প্রভৃতি খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের ছোট দর আসনে আনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

এ ছাড়া সামনের সংখ্যা থেকে বেতার-জগতে দুটী করে পাতা ছোটদের আসরের জন্যে স্বতন্ত্র রাখা হবে। তাতে ছোটদের আসরের খবরাখবর, চিঠির সারাংশ, ছেলেমেয়েদের লেখা দরকারী খবর, ধাঁধা প্রভৃতি নিয়মিত প্রকাশিত হবে।

---

**অতুল প্রসাদ স্মৃতিবাসর**

২রা সেপ্টেম্বর বৃহস্পতি বারের সান্ধ্য অনুষ্ঠানে গীতিকবি অতুল প্রসাদের স্মৃতি-রজনীর ব্যবস্থা করা হ'য়েছে। অতুল প্রসাদ ছিলেন প্রবাসী বাঙালী এবং যশস্বী ব্যারিষ্টার। সুদীর্ঘকাল বাংলা বাইরে থেকেও তিনি তাঁর মহনীয় প্রাণটিকে রেখেছিলেন বাংলার পল্লী মৃত্তিকার রস-বৈভবে সঞ্জীবিত ক'রে। বর্ত্তমানে বাংলা গানে যে রূপান্তর ঘটেছে তার মধ্যে অতুল প্রসাদের দান অনেকখানি। ঠুংরী, গজল ঢঙের বাংলা গানের গীতকারদের মধ্যে তিনিই অগ্রণী ছিলেন। আমাদের বেতার-অনুষ্ঠানের এই স্মৃতিবাসরে তাঁর বিভিন্ন ধারার সঙ্গীতে বিশেষজ্ঞ কয়েকজন সুরশিল্পী যোগদান ক'রে অধিবেশনটিকে সাফল্যমণ্ডিত ক'রে তুলবেন। বিশেষ বিবরণ অনুষ্ঠান পত্রে দ্রষ্টব্য।

---

**অভিনয়**

এ, আই, আর প্লেয়ার্স এবারে ৩রা সেপ্টেম্বর শুক্রবারে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র গোস্বামী প্রণীত সুবিখ্যাত নাটক "কেদার রায়" অভিনয় করবেন। আর ১০ই সেপ্টেম্বর শুক্রবারে তাঁরা অভিনয় করবেন "অভিনয়" নামে একখানি নূতন ধরণের নাটকের।" "অভিনয়" নাটকখানি রচনা করেছেন শ্রীযুক্ত শচীকান্ত গুহ। "অভিনয়" অভিনয়ের শেষে তাঁরা শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র প্রণীত "জীবন বীমা" প্রহসনখানির দ্বারা সেদিনের প্রোগ্রাম 'মধুরেণ' সমাপ্ত করবেন।

---


—আনন্দ সংবাদ—

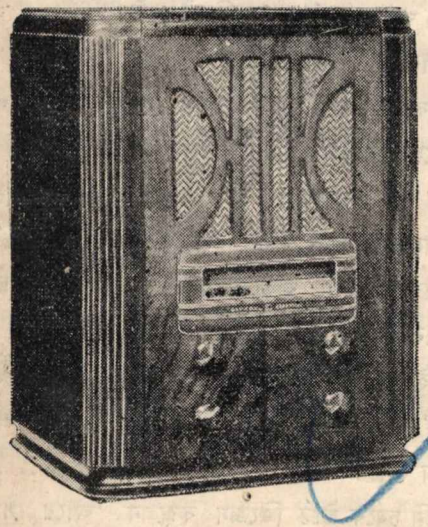

2/3

বিখ্যাত আমেরিকান্ জেনারল ইলেক্‌ট্রিক রেডিও ১৯৩৭ সালের জনপ্রিয় মডেল *E-71, A.C./D.C.* সেটে— কলিকাতা, দিল্লী, বোম্বাই ও সারা পৃথিবীর গান শুনা যায়।

~~Rs. 265/-~~

NOW

আজ হইতে মূল্য মাত্র

Rs. 230/-

মাসিক কিস্তির ও পুরাতন রেডিও বিনিময়ের বন্দোবস্ত আছে।

সোল ডিষ্ট্রিবিউটার্স

এন, বি, সেন এণ্ড ব্রাদার্স

১১ নং এস্‌প্লানেড, ২১ নং চৌরঙ্গী (লিণ্ডসে ষ্ট্রীটের মোড়)

# অনুরণন

শ্রীনির্ম্মল সেনগুপ্ত

মাঝে মাঝে টেলিফোনে এই ধরণের কথাবার্ত্তা শোনা যায়।

"হ্যালো, কে শশী?"

"হ্যাঁ।"

'অ্যাঁ? দেখুন, আমি শশীর সঙ্গে কথা বল্‌তে চাই।"

"আমিই শশী।"

"সেকি হে? তোমার গলাটা ওরকম বদখত শোনাচ্ছে কেন? সর্দ্দিকাশী হলো নাকি?"

"আজ্ঞে না, ব্যাধিটা তোমার কাণের, ডাক্তার দেখাও। গলা আমার ঠিকই আছে।"

বাস্তবিক শশীর গলারও কোনো দোষ নেই, শশীর বন্ধুর কাণেরও কোনো ব্যাধি নেই। স্বরবিকৃতিটা হচ্ছে শশীর গলার বাহক অর্থাৎ টেলিফোনটার দরুণ।

শশীর বন্ধুটি ভাব্‌ছে, শশী কথা কইছে, সেই কথাটাই সে শুন্‌ছে। কিন্তু বাস্তবিক তো তা নয়। শশীর গলার শব্দে টেলিফোনের মাইক্রোফোনটী কাঁপ্‌ছে। সেই কাঁপুনির চোটে মাইক্রোফোনের ভিতরকার কার্বনের গুঁড়োগুলো কেঁপে উঠ্‌ছে। এই কাঁপুনির তালে তালে মাইক্রোফোনের বৈদ্যুতিক প্রবাহ কম্‌ছে বাড়্‌ছে—অর্থাৎ একটী বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সৃষ্টি হচ্ছে। এই বিদ্যুৎ তরঙ্গটী টেলিফোনের তারের ভিতর দিয়ে বেশ খানিকটা রাস্তা ঘুরে এসে শশীর বন্ধুর টেলিফোনে পৌছুচ্চে। সেখানে তার টেলিফোনের রিসীভারের মধ্যে ঢুকে বিদ্যুৎ তরঙ্গটী একটী চৌম্বক তরঙ্গের সৃষ্টি কর্‌ছে। সেই চৌম্বক তরঙ্গের প্রভাবে রিসীভারের লোহার চাক্‌তীটি কাঁপ্‌ছে। সেই কাঁপুনি শশীর বন্ধুর কাণে ঢুক্‌ছে, বন্ধু ভাব্‌ছে শশী কথা কইছে। শশীর গলা ভারী ঠেক্‌ছে, বন্ধু ভাব্‌ছে শশীর সর্দ্দি হয়েছে।

কোথায় শশী? শশী তো কথা বলে খালাস। কিন্তু শশীর গলাটি ঠিক যেভাবে কাঁপ্‌ছে মাইক্রোফোনের চাক্‌তীটা অবিকল সেই ভাবে যদি না কাঁপে তবে তো সেই-খানেই স্বর বিকৃতির সূত্রপাত। তারপর, কার্বণ গুঁড়োগুলি যদি চাকতী যেমন কাঁপ্‌ছে হুবহু সেই ভাবে না কাঁপে তবে যে বিদ্যুৎ তরঙ্গটীর সৃষ্টি হবে সেটী ঠিক শশীর গলার কাঁপুনির প্রতিচ্ছবি হবে না, হবে তার বিকৃত প্রতিনিধি। তারপর টেলিফোন লাইন। লাইনের এ মুড়োয় যে বিদ্যুৎ তরঙ্গটী পাঠানো হলো সেটী যদি অবিকৃত অবস্থায় অন্য মুড়োয় না পৌছায়, তা হলে যে বিকৃতির আরো সুযোগ হবে। তারপর চৌম্বক তরঙ্গটী যদি ঠিক বিদ্যুৎ তরঙ্গের অনুরূপ না হয়, অথবা টেলিফোন রিসীভারের চাকতীটি যদি ঐ চৌম্বক তরঙ্গের হাঁয় হাঁ নায় না করে সায় দিয়ে না কাঁপে তা হলে আরো দু দফা বিকৃতির সম্ভাবনা।

অতএব বুঝ্‌চেন, এতগুলো বিপদসঙ্কুল বিপথ অতিক্রম করে যে জিনিষ আপনার কাছে আস্‌চে সেটা যদি বিকৃত হয়ই তাতে খুব আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই।

## যথা টেলিফোন তথা রেডিও

টেলিফোনে যা ঘট্‌চে, রেডিওতেও তাই ঘটে। আপনার ছোট ভাইটী রেডিওতে আজ গাইবে, রেডিও খুলে অপেক্ষায় বসে আছেন। হঠাৎ একটু অন্যমনস্ক হওয়ায় অ্যানাউন্সমেণ্টটা ফস্কে গেল। শুন্‌লেন কে এক ছোঁড়া হেঁড়ে গলায় গাইছে। ঘড়িতে সময় দেখেন সাড়ে ছটা। ছোট বোন্‌কে জিজ্ঞেস্ করেন 'হ্যাঁরে, মণ্টের তো এই সময়েই গাইবার কথা ছিল কই গাইলে না?' কথা কইবার সঙ্গে সঙ্গেই অ্যানাউন্সমেণ্ট হলো "আপনারা এখন শ্রীমান মণ্ট্‌র গান শুন্‌লেন..."

আপনি চম্‌কে উঠে জিজ্ঞেস করলেন 'আরে সেকি? মণ্টের ঐ গলা—ঐরকম বোদা বোদা। ছোঁড়া কি লবেঞ্চুস মুখে দিয়ে গাইছিল?"

না না লবেঞ্চুস হতে যাবে কেন? টেলিফোনে যেমন নানা যন্ত্র, নানা স্তরের মাঝ দিয়ে শব্দ এসে পৌছায় তেমনি রেডিওতেও আরো বহু স্তর অতিক্রম করে তবে

গায়কের গলা শ্রোতার কাছে পৌঁছায়। এর প্রায় প্রত্যেক স্তরেই বিকৃতির সম্ভাবনা রয়েছে।

**ষ্টুডিও**

বিকৃতির প্রথম সম্ভাবনা হচ্ছে ষ্টুডিওতে।

আপনি জিজ্ঞেস করছেন, কি মাইক্রোফোনে ?

না, মাইক্রোফোনে নয়, মাইক্রোফোনে প্রবেশ করবার আগেই স্বরবিকৃতি ঘটতে পারে।

কি করে ?

কেন, এখানে ওখানে গান শুনতে যান নি ? দেখেছেন তো, কোনো কোনো হল এমন ভাবে তৈরী যে গান অতি বিশ্রী শোনায়। আবৃত্তির অর্দ্ধেক কথা বোঝাই যায় না। সেখানে মাইক্রোফোনও নেই, রেডিও সেট নেই, তবে কথায় গানে বিকৃতি হয় কেন ?

বিকৃতি হয় হলের দোষে। একটু বিশদ ভাবে বলি।

বাথরুমে গাওয়া আমাদের অনেকেরই অভ্যাস আছে। কল খুললে বেশ তানপুরোর মত রমরমে একটী সুরের সৃষ্টি হয়। সেই সুরে গলা বেঁধে উচ্চৈঃস্বরে আমরা গাই "গগনে গগনে—আপনার মনে"। লক্ষ্য করে দেখি যে যেই "গগনে"র "নে" অঙ্গটা গাওয়া হয় অমনি বাথরুমটা গমগম্ করে ওঠে। শুধু "নে" টুকু নয়, ঐ সুরে যা কিছু গাওয়া যায় তাতেই বাথরুম গমগমিয়ে ওঠে। ঐ সুরটা যেন বাথরুমটার বড় পছন্দ !

বাস্তবিকই তাই।

ধরুণ সেতারের প্রধান তার 'মা' সুরে বাঁধা আছে। তার কাছাকাছি আপনি যদি অর্গ্যানের 'মা' পরদাটী বাজান সেতারের সেই তারটি ঝন ঝন করে উঠবে। বাথরুমটীও সেই রকম একটী সুরে বাঁধা আছে, সেই সুরটী বাথরুমে উচ্চারিত হলে বাথরুম গমগম করে ওঠে।

সব বাথরুম এক রকম নয়। কোনোটা বড়, কোনোটা ছোট। কোনোটা শ্বেতপাথরে বাঁধানো, কোনোটার বা দেওয়াল ইঁটসুরকীর। অতএব সব বাথরুমও এক সুরে বাঁধা নয়। কোনোটার সুর 'সা', কোনোটার গা, কোনোটার বা কড়ি 'মা'। পরীক্ষা করে দেখতে পারেন আপনার বাথরুম কোন্ সুরে বাঁধা। গেয়ে যান 'সা রে গা মা'। দেখবেন বাথরুমের নিজের সুর যেটী তাতে সে গমগমিয়ে উঠবে।

জিনিষটা বাথরুমের পক্ষে খুব দোষের না হতে পারে, কিন্তু গানের আসর অথবা সিনেমা হল অথবা ব্রডকাষ্টিং ষ্টুডিওর পক্ষে নেহাৎই খারাপ। ধরুণ কথক ঠাকুর গাইছেন "নিমাই দে" ঝোঁক দিচ্ছেন 'মা'র ওপর। কিন্তু ষ্টুডিওটা মনে করুণ নিমাইএর নি যে সুরে গাওয়া হচ্ছে সেই সুরে বাঁধা। অতএব কথক গাইছেন **"নিমাই দে"** শুনতে শোনাবে "নীমাই দে"। ষ্টুডিওর ঝোঁক হলো "নি" র ওপর।

এ হলে চলবে না। ষ্টুডিও এমন হওয়া চাই যাতে তার কোনো বিশিষ্ট ঝোঁক না থাকে। যাতে সে সব সুরকেই সমানভাবে গ্রহণ করতে পারে। ষ্টুডিওতে স্বরবিকৃতি ঘটবার কথা যে বলছিলাম তার একটী কারণ এই নিরপেক্ষতার অভাব, বিশিষ্ট সুরের প্রতি ষ্টুডিওর পক্ষপাতিত্ব দোষ। এর কারণ কি, এবং কিভাবে এটা দূর করবার চেষ্টা করা হয় সেটা পরে বলবো।

**পিয়ানোর স্বরগ্রাম**

একটু অবান্তর কথা বলা যাক—পিয়ানোর স্বরগ্রাম সম্বন্ধে।

পিয়ানোর সাতটী সপ্তক। তার সবচাইতে নীচের সপ্তক এত নীচু যে গলায় তোলা যায় না। আবার সবচাইতে উঁচু সপ্তকও এত উঁচু যে তাও গলায় তোলা যায় না।

আপনার ঘরে পিয়ানোটী। আস্তে আস্তে এক এক করে পরদাগুলি বাজান তো।

সবচাইতে নীচু সপ্তকের সা-টির নাম দেওয়া যাক পয়লা সা। এটী যখন বাজানো হলো ঘরটী একেবারে গমগম করে উঠলো···কবিরা বলেন সুরটা অনুরণিত হলো। তার পরের সপ্তকের সা টী বাজানো হলো—এবারেও গমগম করে উঠলো তবে আগের 'সা' টী যতক্ষণ ধরে গমগম করছিল দ্বিতীয় 'সা' টী এতটা করলো না। এরপর তৃতীয় সা টী বাজানো হলো—এবারে অনুরণন অর্থাৎ গমগমানি আরো ক্ষণস্থায়ী হলো। এমনি করে যখন সবচাইতে উঁচু

সপ্তকের সা বাজানো হলো তখন গমগমানি প্রায় হলোই না—সুরটি উঠেই ডুবে গেল।

এটাও ঘরের একটা খুঁত। সুরদক্ষ সুর রচনা করলেন— সে সুরে উঁচু স্বরও আছে নীচু স্বরও আছে। নীচু স্বরগুলো উঁচু স্বরকে ছাপিয়ে উঠে নিজেদের অস্তিত্ব জাহির করবে এটা সুরস্রষ্টার ইচ্ছে নয়। সুরের স্বাভাবিক যা দৈর্ঘ্য সেটা অনুরণনের জন্য অনাবশ্যক বেড়ে যাচ্ছে ফলে সুর-বিকৃতি ঘটচে।

ছেলেমেয়েদের কোরাস হচ্ছে। ছেলেদের গলা ভারী, তাদের গলা জোর গম্‌গম্‌ করছে। মেয়েদের গলা উঁচু, সুর উঠেই ডুবে যাচ্ছে। অতএব কোরাস ঠিক ছেলে-মেয়েদের কোরাসের মত শোনাচ্ছে না, মনে হচ্ছে ছেলে-গুলো যেন মেয়েদের ওপর গানে বীরত্ব ফলাচ্ছে।

পিয়ানোর কর্ড দিলেন, সা গা পা সা। প্রথমে উঁচু সা টা ডুবে গেল, তারপর পা নীরব হল, তারপর গাও ডুবে গেল কিন্তু নীচু সার আওয়াজটা তবু গমগমাতে লাগলো। সুতরাং কর্ডের কর্তৃত্ব নষ্ট হয়ে গেল।

অতএব বোঝা যাচ্ছে যে সেই ঘরটাই ভালো যেখানে অনুরণন সুর বিকৃতি না ঘটায়। এবং এই অনুরণনের কম বেশী শুনেই আমরা বলি, এ হলটার Acoustics ভালো, কথা বেশ স্পষ্ট শোনায়, হলটার Acoustics খারাপ, গান বড় বিশ্রী শোনায়।

## প্রতিধ্বনি এবং অনুরণন

রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে যদি চেঁচিয়ে কিছু বলা যায়, তাহলে রাস্তার দুপাশের বাড়ীগুলো থেকে তার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। ঘরের মাঝখানেও এই প্রতিধ্বনি হয়। শব্দের সৃষ্টি হওয়া মাত্র তার ঢেউ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ছড়িয়ে বেশীদূর যাবার আগেই শব্দের ঢেউ দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে—সেইটাই হল প্রতিধ্বনি। প্রতিধ্বনির ঢেউও আবার ফিরে গিয়ে আর একটা দেয়ালে, অথবা মেঝেতে, অথবা ছাদে ধাক্কা খেয়ে ফিরে যায়। তাই পিয়ানোর তারের কম্পনে যে শব্দসৃষ্টি হয়, তাদের কম্পন থেমে গেলেও সেই শব্দের রেশ থাকে। এই দেয়ালের প্রতিধ্বনিগুলো শব্দটাকে জিইয়ে রাখে।

প্রতিধ্বনি বলতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি একটা শব্দের একটি প্রতিচ্ছবিকে। যেমন পাহাড়ে পর্ব্বতে শোনা যায়। চেঁচিয়ে বলা হলো 'কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়', পাহাড় থেকে প্রতিধ্বনি এল..."বিমূঢ়"। ঘরের মধ্যে ঠিক এ রকম হয় না। এ-দেয়াল থেকে একটা প্রতিধ্বনি ও-দেয়ালে ছুটে যাচ্ছে, ও-দেয়াল থেকে আরেকটা প্রতিধ্বনি এ-দেয়ালে তেড়ে আসচে। ছাদ থেকে প্রতিধ্বনি যাচ্ছে মেজেতে, মেজে থেকে যাচ্ছে ছাদে, দেয়ালে। অতএব সবগুলি প্রতিধ্বনি জড়িয়ে গিয়ে সবগুলোর সমষ্টি একটা গমগমে শব্দ সৃষ্টি করছে। এই প্রতিধ্বনির সমষ্টিগুলোকে বলা হয় অনুরণন। "অনু" মানে "পরে", "রণন" মানে "শব্দ"। "অনুরণন" মানে মূল শব্দ থেকে যাবার পরেও ঘরের দেয়াল, ছাদ ইত্যাদির প্রতিধ্বনি দরুণ শব্দের যে রেশ বজায় থাকে তাই।

অনুরণন জিনিষটা কি ভালো?

ভালোও বটে, মন্দও বটে।

মাঠের মাঝখানে গান গেয়ে দেখেছেন? কীর্ত্তন, বাউল একরকম মন্দ শোনায় না, কিন্তু একখানা ঠুংরী গেয়ে দেখুন তো! ঠুংরী জমবেই না। কেননা কীর্ত্তন বাউল পথের গান, ওর সুর-গঠনই এ-রকম যাতে পথেই ওকে মানায়। কিন্তু ঠুংরী হলো আসরের জিনিষ, ঘরের ভিতর গাওয়ার জিনিষ, সে মাঠে মানাবে কেন? ঘরের দেয়ালগুলো সুরটাকে জিইয়ে রাখবে, কাণে একটু রেশ দেবে তবেই হলো ঠুংরী। অতএব কীর্ত্তন বাউলে অনুরণনের তত প্রয়োজন নেই, ঠুংরীর আছে।

ইউরোপীয় Classical সঙ্গীতে ঠুংরীর চাইতে আরো দীর্ঘকাল স্থায়ী অনুরণনের প্রয়োজন। বেহালার লম্বা লম্বা টানের বেশ খানিকটা রেশ কাণে না লাগলে Symphony Orchestra শ্রুতিমধুর ঠেকে না।

আমেরিকার বৈজ্ঞানিক, রসবিৎ এবং স্থপতিরা মিলে এই অনুরণন সম্পর্কে অনেক গবেষণা করেছেন। ফলে একটা নতুন বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে যার নাম acoustics বা **শ্রবণতত্ত্ব**। শ্রবণতত্ত্ব শব্দতত্ত্ব নয়। শব্দতত্ত্ব হলো পদার্থ বিদ্যার অন্তর্গত, পদার্থের কম্পনকে বলে শব্দ, সে শব্দ কেউ শুনুক আর নাই শুনুক। কিন্তু acoustics হলো শোনা শব্দের বিজ্ঞান।

এই শ্রবণতাত্ত্বিকেরা বহু পরীক্ষার সাহায্যে দেখেছেন যে অনুরণন ক্ষণস্থায়ী হলেও কাণে খারাপ লাগে, আবার বেশী দীর্ঘ হলেও বড় বিশ্রী শোনায়। কতক্ষণ স্থায়ী হলে অনুরণন সুশ্রাব্য লাগে সেটা নির্ভর করে (১) কি শ্রেণীর গান তার উপর, এবং (২) ঘরের আয়তনের ওপর।

আগেই বলেছি, কীর্ত্তনে যেটুকু অনুরণনে চলে যায়, মাত্র সেইটুকু অনুরণন Symphony Orchestraয় থাকলে অরকেষ্ট্রা বোদা বোদা শোনাবে। আবার Symphony Orchestraয় যত দীর্ঘ অনুরণন প্রয়োজন সেটা কীর্ত্তনে জুড়লে কীর্ত্তন তেমনই বিসদৃশ শোনাবে, সাঁওতাল বাঁশী বালিগঞ্জের ড্রয়িংরুমে যেমন শোনায়। অতএব, বিভিন্ন শ্রেণীর সঙ্গীতের জন্য অনুরণনের বিভিন্ন দৈর্ঘ্য প্রয়োজন।

তেমনি, প্রকাণ্ড হলে দীর্ঘ অনুরণন যত শ্রুতিমধুর শোনায়, ছোট্ট একটুখানি একটা ঘরে অনুরণন সেই পরিমাণ দৈর্ঘ্য থাকলে পরে সে ঘরে গান ঠিক ততটা শ্রুতিকটু হবে। পক্ষান্তরে ছোট্টঘরের ক্ষণস্থায়ী অনুরণনে গান বেশ সুমিষ্ট শোনালেও প্রকাণ্ড হলে সেইটুকু অনুরণনে সেই গান নেহাৎ খাপছাড়া শোনাবে।

এখন বোঝা যাচ্ছে গান সুশ্রাব্য করতে হলে ষ্টুডিওর কি কি গুণ থাকা প্রয়োজন।

(১) কোনো বিশিষ্ট পরদার প্রতি যাতে ষ্টুডিওর কোনো পক্ষপাতিত্ব না থাকে। উঁচু নীচু সব সুরই যাতে ষ্টুডিওতে সমান জোরে শোনা যায়।

(২) উঁচু নীচু সব সুরেরই যাতে প্রায় সমান রেশ থাকে, অর্থাৎ অনুরণনের দৈর্ঘ্য যেন সুর ভেদে বিশেষ না কমে বাড়ে।

(৩) গান শ্রুতিমধুর হতে হলে অনুরণনের যেটুকু দৈর্ঘ্য প্রয়োজন ষ্টুডিওর অনুরণন যেন তার চেয়ে বেশীও না হয়, কমও না হয়।

(ক্রমশঃ)


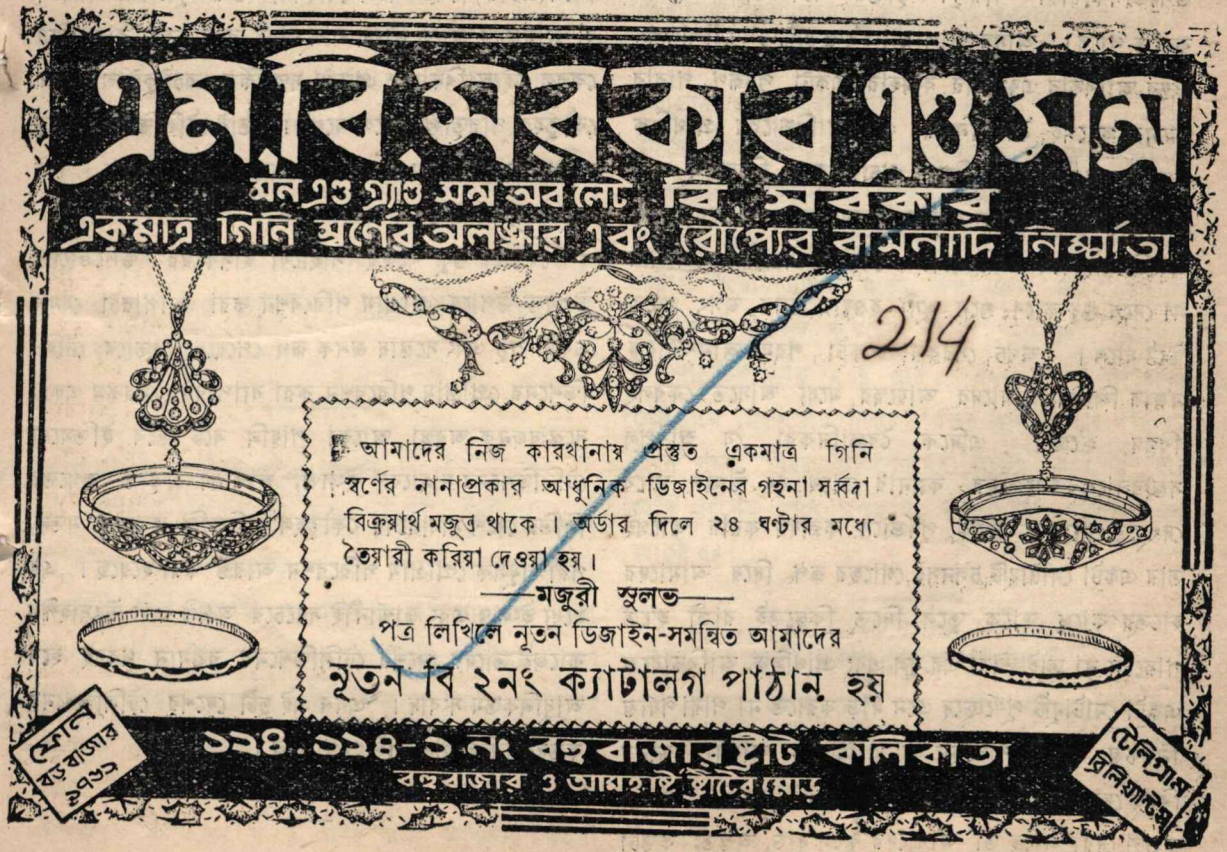

# বেতার-সংবাদ

শ্রীঅনিলকুমার দাস

## টেলিভিশন-প্রসঙ্গ

বেতারের ক্ষেত্রে বিশেষ করে যে-জিনিষটির সম্বন্ধে বর্ত্তমান জগতের সকল দেশের বেতার-প্রিয় লোকদের মতন আমরাও উদ্‌গ্রীব আগ্রহ প্রকাশ করছি সেটি হ'চ্চে টেলি-ভিশন। এবিষয়ে আমাদের এতখানি আগ্রহের কারণ এই যে, টেলিভিশন সম্বন্ধে ক্রমান্বয়ে আজ গত কয়েক বছর ধ'রে আমরা শুধু শুনেই আস্‌ছি যে টেলিভিশনের আবিষ্কার তার ব্যবহারিক সম্ভাবনার পথে প্রায় এসে গেছে।

অথচ এদিকে জিনিষটি আজও এমন পরিপূর্ণ রূপ পায়নি, যাতে আমাদের মতন সাধারণ বেতার-প্রোগ্রাম উপভোগকারীরা পরিপূর্ণ তৃপ্তির সঙ্গে তার ফলভোগ করতে পারে। আসল ব্যাপারটা হ'চ্ছে এই, যে, টেলিভিশন যন্ত্রের আবিষ্কার এবং তার ব্যবহার একটা পূর্ণরূপ পাবার অনেক আগেই বৈজ্ঞানিকরা এর আবিষ্কারের প্রাথমিক ফল লাভের সংবাদ পৃথিবীময় প্রচার করে দিয়েছেন এবং একথাও তাঁরা সকলকে জানিয়ে দিয়েছেন যে অচিরে এমন একদিন আস্‌বে যখন চোখে বেতার প্রচারিত প্রোগ্রাম না দেখে শুধু কাণে শুনে খুসী হওয়ার চলন জগৎ থেকে উঠে যাবে। অথচ সেরকম একটা পরম আনন্দদায়ক মজার জিনিষ আমাদের আয়ত্তের মধ্যে আসতে কেবলই বিলম্ব হ'চ্ছে। এদিকে বৈজ্ঞানিকরা যে সুবিপুল সম্ভাবনাকে নিজেদের কল্পনার চোখে খুব উজ্জ্বল ভাবে দেখ্‌তে পাচ্ছেন তাকে পূর্ণভাবে করায়ত্ব করার আগেই তার একটা মোটামুটি চলনসই গোছের রূপ দিয়ে আমাদের হাতের কাছে তাকে তুলে দিতে কিছুতেই রাজী হ'তে পারচেন না তাই তাঁরা এর মূল এবং প্রাথমিক আবিষ্কারকে একটা মোটামুটি পূর্ণচ্ছেদে এনে দাঁড় করাতে না পারা পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত হতেও পারছেন না। এদিকে আমরা রন্ধনের বিলম্ব দেখে অস্থির ক্ষুধার্ত্তের মতন কেবলই বলছি, "রান্নার কতটা দেরী আছে তা' আমাদের ব'লে দাও, অন্ততঃ কতটা তৈরী হয়েচে, তা' আমাদের দেখ্‌তে দাও।" আমাদের এদাবী নিতান্ত অন্যায়ও নয়। কাজেই বৈজ্ঞানিকরা এর আবিষ্কার ব্যাপারে প্রতিদিন যতটুকু করে অগ্রসর হ'তে পারচেন তার খবরই আমাদের জানিয়ে দিতে বাধ্য হচ্চেন। আমরা প্রত্যহ এবিষয়ে যতটুকু নতুন সংবাদ পাচ্চি ততটুকু জেনে নিয়েই খুসী হচ্ছি। পুরোপুরী আবিষ্কার হ'য়ে যাওয়ার খরচ পাচ্ছি না ব'লে আগ্রহ আমাদের প্রশমিত হচ্ছে না বটে তবে নিয়তই কিছু না কিছু উন্নতির সংবাদ পে'য় আমাদের ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করবার একটু সুবিধে হচ্চে। অবশ্য এর জটিল এবং দুর্ব্বোধ্য বৈজ্ঞানিক দিকটা, যা কেবল বিশেষজ্ঞদের পক্ষেই সহজ-বোধগম্য তার খুঁটিনাটি বিবরণ যা আমাদের কাছে নীরস লাগ্‌বারই কথা তা' বাদ দিয়ে কেবল এই আবিষ্কারের প্রচেষ্টা সম্পর্কিত খরচটুকুই আমাদের কৌতূহল পরিতৃপ্তির পক্ষে যথেষ্ট। তাই টেলিভিশন সম্বন্ধে যতটা আধুনিকতম খবর এপর্য্যন্ত পাওয়া গেছে তাই শুধু এখানে দিচ্ছি।

বেতারে শুধু শব্দের সাহায্যে রসিকদের উপভোগের উপযুক্ত উপায়ে প্রোগ্রাম পরিবেশন করা ব্যাপারটা যেমন একটা সুষ্ঠু এবং সন্তোষ জনক রূপ পেয়েচে বেতারে টেলি-ভিশনের প্রোগ্রাম পরিবেশন করা ব্যাপারটা সেরকম একটা সন্তোষজনক অবস্থা আজো পায়নি বটে তবে ইতিমধ্যে টেলিভিশনের সাহায্যে ইংলণ্ড, জার্ম্মানী প্রভৃতি জগতের বিভিন্ন দেশে সাধারণের কৌতূহল পরিতৃপ্তি করবার মতন, পরীক্ষামূলক প্রোগ্রাম পরিবেশন আরম্ভ করা হয়েছে। এর মধ্যে ইংলণ্ড এবং জার্ম্মানীই সবচেয়ে অগ্রণী এবং উৎসাহশীল কাজেই তাদের দেশের টেলিভিশনের বর্ত্তমান খবরই হবে আধুনিকতম সংবাদ। এখন এই দুটী দেশের টেলিভিশনের কতদূর কি সংবাদ তাই দেখা যাক।

---

## ইংলণ্ডে টেলিভিশনের অবস্থা

বেতার-বার্ত্তার মত এমন নিয়মিত এবং দীর্ঘকাল-স্থায়ী না হ'লেও ইংলণ্ডের বেতার-বিভাগ থেকে অনেক দিন আগে থেকেই অল্পস্বল্প পরীক্ষা মূলক টেলিভিশন প্রোগ্রাম ব্রড্‌কাষ্ট করা হচ্ছে। মোটামুটি কাজ চলার উপযোগী টেলিভিশন গ্রাহক-যন্ত্রও যাঁরা ইতিমধ্যে কিনে ফেলেছেন তাঁরা সেই সব পরীক্ষামূলক প্রোগ্রাম উপভোগ করে থাকেন। তাঁদের এই প্রোগ্রামের উপভোগকে আরও একটু বেশী চিত্তাকর্ষক করবার জন্যে ওখানকার বেতারের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা অনেকদিন থেকেই মাথা ঘামাচ্ছিলেন। সম্প্রতি তাঁরা তাঁদের উৎসাহদাতা রসিকদের জানিয়েছেন যে এবার থেকে তাঁদেরকে আরও কিছু নতুন জিনিষ উপহার দেওয়া হবে। সাম্‌নের হেমন্ত ও শীতকালে তাঁদের যে প্রোগ্রাম দেওয়া হবে তার সঠিক সময় না জানালেও সে প্রোগ্রাম যে দীর্ঘতর হবে এ আশ্বাস তাঁরা দিয়েছেন! তাছাড়া তাঁরা আরও জানিয়েছেন যে এবারকার প্রোগ্রামে তাঁরা ষ্টুডিও তৈরী করা প্রোগ্রাম ছাড়া, পার্লামেণ্টের উদ্বোধন, লর্ড মেয়রের মেলা, বিমান পোত, মোটরকার এবং জলযান-এর দৌড় প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র প্রভৃতি থেকে সত্য এবং ঘটনার দিক দিয়ে চিত্তাকর্ষক বিষয়গুলির সচিত্র সংবাদ সংস্করণের ছায়া ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে টেলিভিশন যন্ত্রের অধিকারীদের ঘরে পরিবেশনের ব্যবস্থা করবেন।

---

## জার্ম্মানীতে টেলিভিশনের উন্নতি

টেলিভিশনের ক্ষেত্রে নতুন নতুন আবিষ্কার করে টেলিভিশনকে তাড়াতাড়ি পূর্ণতা দান করবার জন্যে জার্ম্মানী কিন্তু সম্প্রতি যে রকম দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সঙ্গে কায করছে তাতে ইংলণ্ডের বেতারের উন্নতি-কামীরা বেশ চিন্তিতই হ'য়ে প'ড়েছেন। টেলিভিশনের উন্নতি বিধানের উদ্দেশ্যে জার্ম্মানীর উদ্যোগ আয়োজন এবং উৎসাহ দেখে তাঁরা আশঙ্কা ক'রছেন যে শীঘ্রই হয়তো জার্ম্মানী এ বিষয়ে ইংলণ্ডকে অতিক্রম ক'রে প্রথম স্থান অধিকার রকরা গৌরবটুকু আত্মসাৎ ক'রে নেবে। ইতিমধ্যে জার্ম্মানীর বার্ষিক বেতার প্রদর্শনীতে জার্ম্মানী টেলিভিশনের ক্ষেত্রে আপন আবিষ্কার-মূলক পরীক্ষার যে ফললাভের পরিচয় দিয়েছে, তাতে বোঝা যাচ্ছে যে টেলিভিশনের ব্যবহারকে প্রায় নিখুঁত ভাবে কার্য্যক্ষম করে এনেছে। জার্ম্মানীতে বর্ত্তমানেই টেলিভিশনের সাহায্যে যে প্রোগ্রাম ব্রড্‌কাষ্ট করা হ'চ্চে তাও অন্য দেশের তুলনায় অনেক উন্নত।

---

## জার্ম্মানীতে সাধারণ বেতার প্রোগ্রামের উন্নতির সংকল্প

জার্ম্মানী নিজের সাধারণ বেতার বিভাগের উন্নতি-বিধানের জন্যেও সম্প্রতি উঠে পড়ে লেগেছে। এইজন্যে ওখানে বেতার যাতে আরও জনপ্রিয় হ'য়ে ওঠে তার জন্যে সব দিক দিয়ে চেষ্টা করা হ'চ্চে। ওখানকার কর্ত্তৃপক্ষ বেতারের বহুল প্রচারের জন্যে সস্তায় জনসাধারণকে বেতার-যন্ত্র সরবরাহ করবার প্রাণপণ চেষ্টা করচেন এবং বেতারের প্রোগ্রাম উপভোগের পথে শ্রোতাদের যাতে কোন রকমের প্রতিবন্ধক না ঘটে তার জন্যেও খুব চেষ্টা ক'রচেন। তা'ছাড়া বেতারের প্রতি জনসাধারণকে আকৃষ্ট করবার জন্যে তাঁরা বেতারের প্রোগ্রামের উন্নতি বিধানের চেষ্টাও পুরোমাত্রায় ক'রচেন এবং এমন ভাবে প্রোগ্রাম তৈরীর আয়োজন ক'রচেন যাতে বেতারের প্রোগ্রাম তাঁদের চিত্তাকর্ষক হ'য়ে ওঠে। এজন্য তাঁরা বেতারের প্রোগ্রামে গুরুগম্ভীর বিষয়ের ভিড় কমিয়ে দিয়ে পরিবর্ত্তে এমন সমস্ত বিষয় পরিবেশনের সংকল্প করেচেন যার প্রতি দিনের শেষে কর্ম্মক্লান্ত নরনারীরা অতি সহজেই আকৃষ্ট হয়।

---

## বেতারের জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রে ডেন্‌মার্ক

বর্ত্তমানে কোন্ দেশে কত পরিমাণে বেতার-গ্রাহক-যন্ত্র ব্যবহৃত হ'চ্চে সম্প্রতি তার একটি হিসাব প্রকাশিত হ'য়েছে। হিসাবে প্রকাশ যে লোকসংখ্যার তুলনায় সবচেয়ে বেশী সংখ্যক বেতার যন্ত্র ব্যবহৃত হয় ডেনমার্কে।

ওখানে গড়ে প্রতি ৫.২ জন পিছু একটি ক'রে বেতার যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। অবশ্য ভৌগোলিক আবেষ্টনী এবং অন্যবিধ কারণেও ডেনমার্ক বেতারের জনপ্রিয়তার পক্ষে খুবই উপযোগী দেশ। বল্‌তে গেলে সমস্ত দেশটি আগাগোড়া একেবারে সমতল। যে দুটী মাত্র ছোট পাহাড় এখানে আছে তাকে পাহাড়ই বলা চলে না, কারণ তাদের উচ্চতা ছশো ফিটের চেয়েও কম। কাজেই থেকেও, বিশেষ ক'রে নরওয়ে, সুইডেন্, জার্ম্মানী, হল্যাণ্ড্ এবং পোল্যাণ্ড্ এর ষ্টেশনগুলি থেকে পরিবেশিত প্রোগ্রামও ডেনমার্কের লোকরা খুব সুন্দরভাবে শুন্‌তে পায়। কাজেই এই সব কারণে ওখানকার লোকদের ভালো প্রোগ্রামের অভাবে বেতার-যন্ত্র না রাখার প্রশ্ন উঠ্‌তেই পারে না। কাজেই লোক কোন রকমে বেতার যন্ত্র রাখার ব্যয়টুকু নির্ব্বাহ করতে পারলেই সবদিক দিয়ে



জার্ম্মানীর রন্ধনশালায় টেলিভিশন সেট

দেশটি এই রকম সমতল হওয়ায় বেতার বার্ত্তা প্রেরণ এবং গ্রহণের পক্ষে সুবিধা এখানে বেশী। তাছাড়া এদেশটার দৈর্ঘ্য আনুমানিক দু'শো মাইল এবং প্রস্থ আরও কম হওয়ায় এর যে কোন কোণ থেকে কালুণ্ড্‌বর্গ্ এবং কোপেনহেগেন্ ষ্টেশন দুটীর প্রোগ্রাম পরিষ্কার শুন্‌তে পাওয়া যায়। তাছাড়া ইউরোপের অন্যান্য প্রদেশ সুবিধে পাবার লোভে সাধ্যমত চেষ্টা করে যাতে কোন রকমে একটি বেতার যন্ত্র ঘরে রাখা যেতে পারে। ফলে ডেন্‌মার্কে বেতারের আদর সহজেই অন্য সব দেশের চেয়ে বেশী হ'য়ে প'ড়েছে।

## বিলেতে এবং অন্যান্য দেশে বেতারের আদর

ডেন্‌মার্কের মতন উপরিউক্ত অতগুলি সুবিধা না থাকা সত্ত্বেও বেতারের জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে দ্বিতীয় স্থান দাবী করবার অধিকার ইংলণ্ডের। লাইসেন্স ধারীদের সংখ্যার হিসাবে জানা যায় যে ইংলণ্ডে গড়ে প্রতি ৫·৪ জন লোকে একটি ক'রে বেতার-যন্ত্রের অধিকারী।

বেতারের জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে ইংলণ্ডের পরেই স্থান দাবী করতে পারে আমেরিকা। যদিও আমেরিকায় বেতার-যন্ত্র রাখার লাইসেন্স ব'লে কোন বস্তুর অস্তিত্ব নেই তবু সরকারী হিসেবে প্রকাশ যে ওখানে সবশুদ্ধ দু কোটী চল্লিশ লক্ষ বেতার-গ্রাহক-যন্ত্র আজ জনসাধারণের দ্বারা ব্যবহৃত হচ্চে। জনসংখ্যার সঙ্গে তুলনা করলে এই হিসেব থেকে জানা যায় আমেরিকাতে গড়ে ৫.৭ জন লোকে একটি ক'রে বেতার যন্ত্রের অধিকারী। অপরাপর দেশের মধ্যে জার্ম্মানীতে গড়ে প্রতি ৭.৯ জন, ফ্রান্সে প্রতি ১০.৪ জন, রাশিয়ায় প্রতি ৪১ জন এবং ইটালীতে প্রতি ৫৮ জন লোক পিছু একটি করে বেতার-গ্রাহক-যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য দেশের তুলনায় ইটালীর বেতারের জনপ্রিয়তার হিসাব খুব সন্তোষজনক নয়। কারণ বেতার-প্রোগ্রাম পরিবেশনের বন্দোবস্তের তুলনায় ওখানকার বেতারের জনপ্রিয়তা অন্য দেশগুলির চেয়ে কম। ওখানে বেতারে প্রোগ্রাম পরিবেশন করবার জন্যে ছোট বড় সবশুদ্ধ পনেরোটী ষ্টেশন আছে। তার মধ্যে তিনটী পঞ্চাশ কিলোওয়াট্ শক্তি সম্পন্ন, দুটি কুড়ি কিলোওয়াট্ শক্তিধারী। তিনটি দশ কিলোওয়াট্, একটি সাত কিলোওয়াট্, একটি চার কিলোওয়াট্ এবং দুটী তিন কিলোওয়াট শক্তিবিশিষ্ট ষ্টেশন। বাকীগুলির মধ্যে একটি ২ কিলো, একটি দেড় কিলো, এবং একটি ০.২ কিলোওয়াট্ শক্তি সম্পন্ন ষ্টেশন। এর সবগুলি থেকেই নিয়মিত প্রোগ্রাম ব্রড্‌কাষ্ট্ করা হয়।

---

## তুর্কীস্থানে বেতারের উন্নতি

তুর্কীস্থানের সরকারের সমক্ষে সংপ্রতি যে প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হ'য়েচে তা যদি আইনে প্রবর্ত্তিত করা হয় তা'হ'লে ওখানকার বেতার বিভাগ সম্পূর্ণ ভাবেই সরকারের আয়ত্বের মধ্যে চলে আসবে। জনসাধারণ যাতে বেতারের প্রোগ্রাম উপভোগ করার সম্বন্ধে আরও বেশী আগ্রহশীল হয় তদুদ্দেশ্যে ওখানে বর্ত্তমানে খুবই চেষ্টা করা হচ্চে। এই সম্পর্কে সম্প্রতি এরকম প্রস্তাবও করা হয়েছে, যে, যতদিন পর্য্যন্ত তুর্কীস্থান তার নিজের দেশের প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণে বেতার যন্ত্র প্রস্তুত ক'রতে সক্ষম না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত ওখানে বিদেশ থেকে আমদানীকৃত সম্পূর্ণ বেতার গ্রাহক যন্ত্রের এবং তার বিচ্ছিন্ন এবং বিভিন্ন অংশ গুলির ওপর সরকারকে দেয় যে শুল্ক নির্দ্ধারিত আছে তা' রহিত করা হোক।

---

## ফ্রান্সে রাজনীতির ক্ষেত্রে বেতারের ব্যবহার

আজকাল পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই রাজনীতির ক্ষেত্রে বেতারের অল্পবিস্তর সাহায্য নেওয়া হচ্চে। ফ্রান্সকে কিন্তু এ বিষয়ে যেন সবচেয়ে বেশী সচেতন ব'লে মনে হয়। ইতিমধ্যে

রেডিও ফ্রি সার্ভিস্

সস্তায় সকল রকম রেডিও সেট্ ও পার্টস্।
পাইকারী খরিদ্দারের বিশেষ সুবিধা। পুরাতন সেট্ অভাবনীয় সস্তা দরে নূতন করিয়া দেওয়া হয়।

৫৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট (সেণ্ট্রাল এভিনিউ ও বহুবাজার জংসন)
ফোন বড়বাজার ৪০২৫

রেডিও ফ্রি সার্ভিস্

ওখানকার Superior Council of Broadcasting, ফ্রেঞ্চ পার্লামেণ্টের সবকয়টি বিভিন্ন দলকেই যাতে পালা-ক্রমে সমভাবে নিজেদের প্রচার কার্য্যের সহায়রূপে বেতারকে ব্যবহার কয়বার সুবিধা দিতে পারেন তার জন্য নানা রকম ভাবে চেষ্টা করছেন। সামনের শীতকালের মধ্যেই সম্ভবতঃ তাঁদের এই সংকল্প কার্য্যে পরিণত হবে। অবশ্য ফ্রান্সের বেতার ষ্টেশন থেকে রাজনৈতিক বক্তৃতা যে ব্রড্‌কষ্ট্‌ করা হয় না তা' নয়। কিন্তু বর্ত্তমানে একমাত্র ইলেকশনের সময় ছাড়া বাকী সময়ে কেবল তাৎকালিক প্রাধান্য সম্পন্ন দলটী হাতেই বেতারকে ব্যবহার করবার অধিকার সীমাবদ্ধ থাকে অন্য দলের কোন অধিকার বেতারের ওপর থাকে না। কেবলমাত্র ইলেকশনের সময়টুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে ভবিষ্যতে যাতে সকল দলেরই বেতারের ওপর অধিকার অপ্রতিহত থাকে সেই প্রচেষ্টা এই প্রথম করা হ'চ্চে।

## আমেরিকার শস্যক্ষেত্রে বেতারের ব্যবহার

আমেরিকার লোকরা ভাবনা চিন্তার ধার ধারে না। তারা জীবনের সর্ব্ব অবস্থাতেই আমোদ উপভোগের পক্ষ-পাতী। গদ্যময় কাজকেও তারা সুরে ছন্দে হাল্কা করে নিতে চায়। সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গেছে আমেরিকার কৃষকরা ক্ষেত্রে লাঙ্গল চষ্‌বার সময়ও যাতে বেতারের প্রোগ্রাম উপভোগে বঞ্চিত না হয় সেই উদ্দেশ্যে তারা আজকাল তাদের কলের লাঙ্গলের এঞ্জিন গাড়ীতেও বেতার যন্ত্র বসিয়ে নিচ্ছে। ফলে তারা লাঙ্গল চষ্‌বার সময় সেটটী খুলে দিয়ে মনের আনন্দে প্রোগ্রামের রস উপভোগ করতে করতে জমি চষে। তারা বল্‌চে প্রতি কাজের নীরসতা দূর হ'য়ে যাওয়ায় তারা তাদের কাজে আগেকার চেয়ে ভালো ফল পাচ্ছে। কারণ গানের হাল্কা সুর এবং ছন্দের তালে তালে কাজ করবার সময় তারা কাজের কষ্ট ভুলে মনের আনন্দে বিনা ক্লান্তি এবং বিনা বিরক্তিতে সারাদিন কাজ করতে পারে। দেখাদেখি ওখানকার "রাখালরা সারাদিন অশ্বারোহন থেকে বনে কান্তারে পশু-চারণ করার নীরসতা দূর করবার জন্যে অনুরূপ ভাবে ঘোড়ার পিঠে বেতার গ্রাহক যন্ত্র বহন করবার ব্যবস্থা করে নিয়েছে। তারা আজকাল এইভাবে ঘোড়ার লাগামের সঙ্গে এরিয়েলের তার খাটিয়ে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে কাজ করবার সময়েও বেতারের প্রোগ্রাম উপভোগ করবে।

---

## ফ্রান্সে বেতারে প্রদত্ত বক্তৃতার প্রতিবাদ

বেতারের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর নানাস্থানে নানা রকম গোলোযোগেরও সৃষ্টি হ'চ্চে। ফ্রান্সে কিছুদিন পূর্ব্বে বেতার মারফৎ এক মহিলা বক্তা জনসাধারণকে বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের উপকারিতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার সময় বলেছিলেন যে, কাজের শেষে ছুটীর অবসর মুহূর্ত্তগুলিতে সীনেমার অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার মধ্যে গিয়ে স্বাস্থ্যকে ক্ষুণ্ণ না করে মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে নির্দ্দোষ আনন্দে সে সময়টুকু অতিবাহিত করলে একসঙ্গে স্বাস্থ্য ও আনন্দ দুইই লাভ করা যায়। তাঁর এই উক্তিতে "সীনেমা ম্যানেজারদের ফরাসী সমিতির সভ্য"রা অত্যন্ত চঞ্চল হ'য়ে ওঠেন। তাঁরা বলেন যে মহিলাটির এরকম বক্তৃতা দান তাঁদের ব্যবসায়ের পক্ষে গুরুতর রকমের ক্ষতি ক'রেচে। সেইজন্য তাঁরা এই উক্তির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

---

## বিমান বিভাগের উন্নতিকল্পে বেতারের সাহায্যগ্রহণ

কিছুদিন পূর্ব্বে বিমান বিভাগের উন্নতি কল্পে ডাব্‌লিন-এ একটি বৈঠকের অধিবেশন হ'য়ে গেছে। ব্রিটীশ এয়ার মিনিষ্ট্রী ( British Air Ministry ), আমেরিকান এয়ার-ওয়েজ ( American Airways ), ইম্পীরিয়াল এয়ার-ওয়েজ ( Imperial Airways ) এবং আয়ার্ল্যাণ্ডের বিভিন্ন বিভাগ থেকে বিশিষ্ট প্রতিনিধিরা এই বৈঠকে যোগদান করেছিলেন। বৈঠকের উদ্দেশ্য বিমান-পথে আট্‌লান্টিক্ মহাসাগর অতিক্রম করণ ব্যাপারে বেতারের ব্যবহার এবং সহায়তা মূলক পরীক্ষা কার্য্যকে চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে স্থায়ী বন্দোবস্তের চেষ্টা করা। কারণ সম্প্রতি বিমান পথে আট্‌লান্টিক অতিক্রম ব্যাপারে এবিষয়ে বেতারের উপযোগিতা যে কতখানি তা ভালোভাবেই প্রমাণিত হ'য়ে গেছে।

# বেতার-বিচিত্রা

## ঘুমপাড়ানিয়া

প্রবর্ত্তনা—বাণীকুমার

রচনা ও প্রযোজনা—বাণীকুমার

সঙ্গীত-পরিচালনা—পঙ্কজকুমার মল্লিক

সঙ্গীত-প্রয়োগ—তারকনাথ দের অধিনায়কতায়

বেতার অর্কেষ্ট্রা

*  *  *  *  *

অনুষ্ঠান ঃ—বুধবার—১লা সেপ্টেম্বর—সন্ধ্যা ৬-৪৫ মিঃ

*  *  *  *  *

**বিষয় বস্তু**

সন্তানের পরে জননীর অসীম বাৎসল্য এই কাহিনীর প্রধান রস। ভালোবাসা যত গভীর হয়—অন্তরে শঙ্কা তত বেশী জেগে ওঠে,—কেবল মন অকারণ বলে—"কথন্ হারাই!"

মা দোলায় দোল দিয়ে খোকাকে ঘুম পাড়াচ্ছে,—এমন সময় ঘুমের পরী খোকা-খুকীর চোখের পাতায় নেমে এলো। সকলেই ঘুমের কোলে ঢুলে প'ড়্লো। এবার হোলো স্বপনের আবির্ভাব। স্বপন খোকা-খুকীকে চুপিচুপি আপ্নার দেশে নিয়ে চ'ল্লো।—

কিন্তু মা ঘুমের ঘোরে দেখ্লে—তা'র প্রিয় শিশু হঠাৎ অসুস্থ হ'য়ে প'ড়েছে।—মা'র অন্তরে দারুণ অশান্তি, বাহিরে প্রকৃতি অশান্ত। সেই সময় কে দ্বারে নাড়া দিলে; দ্বার খোলার পর দেখা গেল—একজন বুড়ো ঠাণ্ডায় কাঁপ্তে কাঁপ্তে ঘরে এসে ঢুক্লো। সে পরিচয় দিলে না। কিন্তু সে মরণ-দূত। মা একটু আড়ালে যেতেই মরণ-দূত শিশুটিকে নিয়ে উধাও হ'য়ে গেল। মা খোকাকে দোলায় দেখ্তে না পেয়ে ঘর ছেড়ে ছুট্লো। পথে যেতে যেতে দেখ্লে—কে ব'সে আছে! সে রাত্রি। রাত্রি মা-র কাছে ব'ল্লে যে সে জানে সেই বুড়ো কোন্দিকে তা'র ছেলেকে নিয়ে গেছে। কিন্তু তা'র এক সর্ত্ত ছিল এই যে—ছেলেকে ঘুম পাড়াবার সময় মা লাউলের পালা গাইতো—সেই পালাটি গাইতে হবে, তা না হ'লে রাত্রি পথ ব'লে দেবে না। বাধ্য হ'য়ে মা রাত্রির কাঁছে লাউলের পালা-গান আরম্ভ ক'রলে।

লাউলের পালা আশায় সুরে পূর্ণ। "লাউল"—সূর্য্যের ছেলে বসন্ত। লাউলের সঙ্গে পৃথিবীর (অর্থাৎ মাটির) মেয়ে "হালামালা-"র বিবাহ হোলো। কিন্তু এ মিলন ক্ষণিকের, মধুমাস শেষ হ'য়ে এলো,—বোশেখী ঝড়ে জইত-ফুলের ডাল ভেঙে প'ড়লো,—শ্রবার লাউলের যাবার পালা। কিন্তু মাটির মেয়ে হালামালা ব'ল্লে—

আজ যাও লাউল
কাল আসিও।

শীতের কুয়াসা ঠেলি'
দেখা দিও।
নিতি নিতি দেখা দিও,
বছর বছর দেখা দিও।
নতুন ফুলের মালা
আমার গলায় দিও।
মাটির মেয়ে হালামালায়
মনে রাখিও।
ঋতুরাজ লাউল ফিরে আসিও॥

পালা সাঙ্গ হোলো। রাত্রি মা-কে পথ দেখিয়ে দিয়ে ব'ল্‌লে—তোমার খোকা লাউলের মত আবার ফিরবে। মা রাত্রির দেখিয়ে দেওয়া পথ ধ'রে চ'ল্‌লো খোকার খোঁজে। শেষে গন্তব্য স্থানে গিয়ে মা পৌছুলো। মরণদুত মা-কে দেখে বিস্মিত হ'য়ে গেলো। মা-র ভালোবাসাকে ভগবান সৃষ্টি ক'রেছেন অপরাজিতা ক'রে। মা ছেলেকে কোলে ফিরিয়ে পেলে।

স্বপন ঠিক সেই মুহূর্ত্তে খোকা খুকি-কে নিজের সোণার দেশ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এলো। স্বপনের মুখে ঘুমপাড়ানী গান ধ্বনিত হ'য়ে উঠ্‌লো

রাতের ছায়া নাম্‌লো।
পাখীরা সব থাম্‌লো;
এসো আমার ঘরে ফিরে
ভালোবাসার মধুর নীড়ে।
যখন চকোর চায়,
ও চাঁদের আলো ভায়,—
আমি যাই যাই যাই,
হিরণ পুরে॥

হঠাৎ খোকা কেঁদে উঠ্‌লো। মা-র তন্দ্রা ভেঙে গেলো। তা'র কণ্ঠ থেকে তখন স্নেহের সুর ঝরে প'ড়্‌লো—

ও আমার ঘুমের রাণী!
নিশীথিনীর অন্তরে তোর পুরী।
সেইখানে যে খোকা-খুকির রয়রে আসন পাতা।
তোরণে তোর্ খেলে তা'রা আপন-মনে,—
চোখের পরে স্বপন প্রদীপ জ্বলে॥

এই হোলো এই "ঘুমপাড়ানিয়া" পালাগানের মূল কথা।

## ব্রত কথা

পূর্ব্ববর্ত্তী "ব্রতকথা" অনুষ্ঠানগুলিতে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের করণীয় সকল ব্রতের কাহিনী বিবৃত করা হ'য়েছে। এই পর্য্যায়ে ভাদ্রকৃত্য ও আশ্বিন কৃত্য বিশেষ বিশেষ ব্রতের কথা শোনানো হ'বে।

ভাদ্রের ব্রতগুলির মধ্যে প্রধান—হরিতালিকা ব্রত, ঋষিপঞ্চমীব্রত, কুক্কুটীব্রত, শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রত, শ্রীরাধাষ্টমী-ব্রত, তালনবমীব্রত প্রভৃতি;—আর আশ্বিনে—মানচতুর্থী-ব্রত, দুর্গাব্রত, বুধাষ্টমী ব্রত প্রভৃতি।

এই ব্রতগুলির যথার্থ বিবরণ সংলাপে, সুরে-গানে ও পারিপার্শ্বিক সঙ্গীতে প্রকাশ করা হ'বে।

রচনা ও প্রযোজনা—**বাণীকুমার**
সহকারী—**অনিলকুমার**
পারিপার্শ্বিক সঙ্গীত—**সুরেন্দ্রলাল দাসের নেতৃত্বে যন্ত্রী সংঘ**
অনুষ্ঠান—বুধবার ৮ই সেপ্টেম্বর—সন্ধ্যা ৭-১৫

## সমুদ্র-গর্ভে

সমুদ্রগর্ভে যে রহস্যময় রাজ্য লুকিয়ে আছে—তা'র সম্যক পরিচয় পাবার সঙ্কল্প নিয়ে কয়েকজন বৈজ্ঞানিক ডুবুরী সমুদ্রের সুগভীর তলদেশে নেমেছেন। সেখানে গিয়ে সন্ধানী যে সকল বিচিত্র ও আশ্চর্য্যজনক জীবের সাক্ষাৎ পেয়েছেন তা'দের প্রকৃত পরিচয় দেওয়া হ'বে। বাথীস্পেয়ার যানে জল-রাজ্যে নেমে যে বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা হয়—তা'র সন্ধান উৎসুকজন মাত্রকেই বিহ্বল ক'রে দেবে।

এই অনুষ্ঠানটি সমুদ্র-তলের একটী বাস্তব-চিত্র

* * * *

রচমা ও প্রযোজনা—**বাণীকুমার**

* * * *

অনুষ্ঠান—বুধবার ১৫ই সেপ্টেম্বর—সন্ধ্যায়

—

# বিচিত্র-সঙ্গীতানুষ্ঠান

রচনা ও পরিচালনা—**বাণীকুমার**

অনুষ্ঠান ঃ—শনিবার ৪ঠা সেপ্টেম্বর—সন্ধ্যা ৭-১৫ মিঃ ]

## গঙ্গাবতরণ

**পৌরাণিক তথ্য ঃ—**

শততম অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত সগরের ভয়ে ভীত ইন্দ্রদেব যজ্ঞাশ্ব অপহরণ ক'রে পাতালে কপিল-ঋষির আশ্রমে ছেড়ে দেন। অশ্ব খুঁজতে খুঁজতে সগরের ষাট হাজার পুত্র পৃথিবী খনন ক'রে পাতালে উপস্থিত হ'লেন। সেখানে চোর সন্দেহে কপিলের তপোভঙ্গ করায় সগর-সন্তানগণ তার রোষ-বহ্নিতে দগ্ধ হন।—এই ব্রহ্মশাপ-দগ্ধ পূর্ব্বপুরুষগণের উদ্ধারকল্পে সগরের প্রপৌত্র দিলীপের তনয় ভগীরথ তপস্যায় প্রীত ক'রে গঙ্গাকে মর্ত্ত্যে আনয়ন করেন! গঙ্গোদক-স্পর্শে সগর-সন্তানগণের মুক্তি হয়,—আর সগর-পুত্রদের দ্বারা পৃথিবীর খনিত অংশগুলি জলপূর্ণ হ'য়ে সাগরের সৃষ্টি হোলো।—

গঙ্গা শিব-জটা-বিহারিণী, শৈল-সুতা ও জাহ্নবী—এই সম্পর্কেও পৌরাণিক ইতিবৃত্ত আছে।—

*　　*　　*　　*

এই তথ্য কাব্য-কাহিনীতে পরিবর্ত্তিত করা হ'য়েছে।—গোলোকে মহাদেব নারায়ণকে পঞ্চমুখে স্তব ক'রে জানালেন যে পৃথিবী রসশূন্য হ'য়েছে। কিন্তু রসই আনন্দ। সেই জন্য মর্ত্ত্যলোক আনন্দহীন। তা'র জীবন, তা'র চৈতন্য নাই।

নমো নমো নারায়ণ, নমো রসময়, করুণার সিন্ধু অপার!
হেরো প্রভু ধরণী যে হরষ-হীনা, শুকায়েছে সুধা-রস-ধার॥
চেতনা-হারা আজি হ'য়েছে ভুবন,
হারায়েছে সঙ্গীত-মধুর-জীবন।
বিরস-বিকল-প্রাণ রহে মরলোক,
বহে নিতি দুঃখের ভার॥

মহাদেবের এই কথা শুনতে শুনতে বিষ্ণু দুঃখে গ'লে রস ধারা হ'য়ে গেলেন। বিষ্ণু দ্রব হ'লেন—দ্রব করুণা-রস-ধারা;—কিন্তু সে ধারা গতি হারা। ব্রহ্মার স্তবে গঙ্গা জাগ্রতা হ'লেন।—

আমি বিষ্ণু-দ্রব করুণা-রস-ধারা!
রহি কমল-যোনির কমণ্ডলুতে,—
শিবজটা-বিহারিণী গতিহারা॥

এই সম্বন্ধ করুণাকে পেতে হ'লে কর্ম্ম-প্রেরণা চাই। তখন শঙ্খে জাগলো ধ্বনি। ফই শঙ্খধ্বনি—মর্ত্ত্যের যে জাগ্রত আত্মা—তাঁর অন্তরে গিয়ে সুর তুল্‌লে। তিনি তপস্যায় সিদ্ধ হ'য়ে মর্ত্ত্যে এই রসধারা বহন ক'রে নিয়ে যাবার জন্যে উপস্থিত হ'লেন। সেই জাগ্রত আত্মা—ভগীরথ।

ভগীরথ তুমি শুধু আছো জাগি'
নিদ্রিত ধরণীতে।
দিয়েছ আমারে গতি—হে তাপস
তব বন্দনা-গীতে।
তোমার আকুল আহ্বান পেয়ে
চলি আমি তব সাথে সাথে ধেয়ে,
অমৃত-রসের আনন্দ-ধারা
বহে শঙ্খধ্বনিতে॥

ভগীরথ শঙ্খনিনাদে অগ্রগামী হ'য়ে চ'ল্‌তে লাগলেন। পিছনে পিছনে প্রবাহিত হোলো বিষ্ণু-করুণারসের মন্দাকিনী-ধারা। এই রসধারা ভাগীরথী গঙ্গা নামে মর্ত্ত্যে নেমে এলেন। মর্ত্ত্যলোক রস-সিক্ত হ'য়ে প্রাণ লাভ ক'র্‌লে। আনন্দ-পূর্ণ হোলো মর্ত্ত্য।—

অয়ি মা সুরধনী-ধারা
এসো এসো ভাঙিয়া সকল কারা॥

রসহীন মরতে করো রস-দান,
সঞ্জীবনী-সুরে জাগুক্ পরাণ,
তোমার আশিসে সব দুঃখ-হারা ॥
লোকপাল বিষ্ণুর প্রসাদী তুমি।
পালন করোগো দেবী মর্ত্ত্যভূমি ॥
রিক্ত মহীরে মা-গো করো উর্ব্বর,
লোকে লোকে তাই তব কীর্ত্তি মুখর,—
বেদ-গাথা তোমা' ঘিরি' হ'বে মা সারা ॥
ব্রহ্ম-কমণ্ডলু-ধারা অয়ি মা !
অশিব-নাশিনী তুমি কৃপা অসীমা ॥
সর্ব্বতীর্থময়ী তুমি এ-ধরার,
যুগ যুগ মিলনের তুমি মা আধার,
গঙ্গা ভাগীরথী জীবন ধারা ॥

* * *

এই ভাবটিকে অবলম্বন ক'রে পুরাণোক্ত তথ্যের সঙ্গে একটি যোগসূত্র স্থাপন করা হবে।—

ভাগীরথী গঙ্গার মহিমা এই অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু।

* * * *

**গঠন—শ্রীশৈলেশ দত্তগুপ্ত**

**সঙ্গীত-প্রয়োগ—শ্রীসুরেন্দ্র লাল দাসের নির্দ্দেশে যন্ত্রীসঙ্ঘ**

* * * *

## কবি-গীতি

**অনুষ্ঠান—শনিবার—১১ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৭-৩০ মিঃ**

বাঙ্‌লার পূর্ব্বযুগে প্রায় শতাব্দী পূর্ব্ব পর্য্যন্ত "কবি"-গীতির বিশেষ আদর ছিল। তখন কবির দলও ছিল।

কবি-গায়েনদের মধ্যে দু'টি ব্যক্তির সাক্ষাৎ এই কবি-গানের আসরে মিল্‌বে।—একজন রঘুনাথ, দ্বিতীয়টি রঘুনাথের সাকরেদ হরু ঠাকুর।

রঘুনাথই ব'ল্‌তে গেলে কবি-গীতির বহুল প্রচার করেন। তারপর তাঁরই শিষ্য বাঙ্‌লার সর্ব্বপ্রধান কবি-গীতি-রচয়িতা হরু ঠাকুর কবি-গানের অতিরিক্ত সমাদর বাড়িয়ে তোলেন।—

এই অনুষ্ঠানে ওস্তাদ রঘুনাথ ও সাক্‌রেদ হরুঠাকুরের গীত-ভাষণ কবির সুরে শোনাবার ব্যবস্থা হবে।

কবির গানের প্রত্যেক কলির ভাগ আছে।—প্রথম কলিকে বলা হয় "মহড়া"—দ্বিতীয়টীকে" চিতেন",—— তৃতীয়টিকে "অন্তরা",—চতুর্থকে "পরচিতেন" প্রভৃতি। এগুলির সুরের বৈশিষ্ট্য আছে। সেই বৈশিষ্ট্য "কবি-গীতি"র আসরে ফুটে উঠ্‌বে।

**রঘুনাথ ও হরু ঠাকুর** } **শ্রীকালিপদ পাঠক ও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ**

* * * *

আসর—উপযোগী সঙ্গীত বাদ্য কর্‌বেন,

**—সুরেন্দ্রলাল দাসের নেতৃত্বে যন্ত্রীসঙ্ঘ**

# কেদার রায়

শ্রীরমেশ গোস্বামী প্রণীত

অভিনয় রজনী, শুক্রবার, ৩রা সেপ্টেম্বর, সময়—সন্ধ্যা ৭-৪৫—১০-৪৫

পরিচালক—**শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র**

চাঁদরায়—**শ্রীরবি রায়**
কেদার-রায়—**শ্রীশিবকালী চট্টোপাধ্যায়**
শ্রীমন্ত—**শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র**
কার্ভালো—**শ্রীসন্তোষ সিংহ**
কিলমক্ খাঁ—**শ্রীরণজিৎ রায়**
অন্ধ বাউল—**শ্রীধীরেন দাস**
সুনন্দা—**পদ্মাবতী**
সোণা—**সরযূবালা**
রত্না—গীতাদেবী
মায়া—মুকুলজ্যোতি
শান্তি—**ঊষাদেবী**

অন্যান্য ভূমিকায়

শ্রীমণি মজুমদার, শ্রীবিশ্বনাথ ঘোষ, শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবিভূতি মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী, শ্রীনারায়ণচন্দ্র নাথ, শ্রীজীবন মুখোপাধ্যায়, শ্রীউমাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমণি ঘোষ, শ্রীমৃত্যুঞ্জয় দত্ত, শ্রীঅনিল সিংহ, প্রফুল্লবালা ইত্যাদি।

## চরিত্র-পরিচয়

| | |
|---|---|
| চাঁদ রায় | বিক্রমপুরের ভূতপূর্ব্ব রাজা |
| কেদার রায় | ঐ কনিষ্ঠ ভ্রাতা (বর্ত্তমান রাজা) |
| নারাণ রায় | কেদার রায়ের পুত্র |
| মুকুট রায় | ঐ সেনাপতি |
| শ্রীমন্ত খাঁ | ঐ পুরাতন কর্ম্মচারী |
| বিশ্বনাথ সেন | ঐ পত্র-লেখক (মুন্সী) |
| কাল্লু সর্দ্দার | ঐ তীরন্দাজ সৈন্যাধ্যক্ষ |
| রত্নগর্ভ | রাজ-পুরোহিত |
| ঈশাখাঁ | খিজিরপুরের নবাব |
| ফজলু খাঁ | ঐ উজীর |
| তাহের | ঐ পরিচালক |
| কার্ভালো | পর্ত্তুগীজ জলদস্যু (পরে কেদার রায়ের নৌ-সেনাপতি) |
| মানসিংহ | মোগল সেনাপতি। |
| কিলমক্ খাঁ, রেজাক খাঁ | ঐ সৈন্যাধ্যক্ষ |


## গীতলা রেডিও

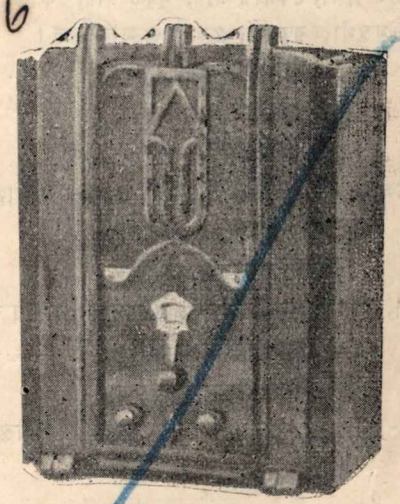



শর্ট ওয়েভ পাওয়া যায়

( মডেল ৩৭ বি )

**বোসে'স রেডিও লেবরেটারী।**

২৮।১এ রামকান্ত মিস্ত্রী লেন, কলিকাতা।

ফোন—বি, বি ৪৭৯৩

সাদি খাঁ } কিলমক্ খাঁর পার্শ্বচর
ওসমাক্ খাঁ

অন্ধ বাউল, পুরোহিত, লাঠিয়ালগণ, পর্ত্তুগীজগণ, সৈন্যগণ

স্থনন্দা — কেদার রায়ের স্ত্রী
সোণা — চাঁদরায়ের বিধবা কন্যা
রত্না — কেদার রায়ের কন্যা
মায়া — ঈশাখাঁর কন্যা
শান্তি — শ্রীমন্তের কন্যা

নর্ত্তকীগণ, পুরবাসিনীগণ ইত্যাদি

**প্রথম অঙ্ক**

প্রথম দৃশ্য

শ্রীপুর—প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যানের একাংশ।

সোণা, রত্না, চাঁদরায়, রত্নগর্ভ, নারাণ, কেদার রায়, বিশ্বনাথ ও অন্ধ বাউল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সুন্দরবন—পথ

মুকুট রায়, কার্ভালো ও কাল্লু।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান শ্রীপুর—কেদার রায়ের সভা।

চাঁদ রায়, ঈশাখাঁ, কেদার রায়, মুকুট রায়, কার্ভালো, শ্রীমন্তখাঁ, রত্নগর্ভ, প্রহরী ও মানসিংহ!

**দ্বিতীয় অঙ্ক।**

প্রথম দৃশ্য

শ্রীপুরের উপকণ্ঠ

অন্ধ বাউল, শান্তি, শ্রীমন্ত, বিশ্বনাথ, রত্নগর্ভ ও কাল্লু।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজবাটীর অন্তঃপুরস্থ কক্ষ

রত্না, সোণা, নারাণ রায়, স্থনন্দা, শ্রীমন্ত ও কেদার রায়।

তৃতীয় দৃশ্য

ঈশাখাঁর কক্ষ।

নর্ত্তকীগণ, ঈশাখাঁ, ভৃত্য, তাহের, মায়া ও শ্রীমন্ত।

চতুর্থ দৃশ্য

ব্রহ্মপুত্রের স্নানঘাট

পুরোহিত, শ্রীমন্ত, কাল্লু, স্থনন্দা, ঈশাখাঁর অনুচরগণ ও কাল্লুর অনুচরগণ।

**তৃতীয় অঙ্ক**

প্রথম দৃশ্য

কেদার রায়ের কক্ষ।

মুকুট রায়, কার্ভালো, চাঁদ রায়, কেদার রায়, বিশ্বনাথ, নারাণ রায়, কাল্লু ও শ্রীমন্ত।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ঈশাখাঁর প্রাসাদ

সোণা, মায়া, নর্ত্তকীগণ, ঈশাখাঁ শ্রীমন্ত খাঁ, প্রহরী,

তৃতীয় দৃশ্য

কেদার রায়ের সভাগৃহ

মুকুট রায়, বিশ্বনাথ রায়; রত্নগর্ভ, কাল্লু, শ্রীমন্ত খাঁ, কার্ভালো ও চাঁদ রায়।

**চতুর্থ অঙ্ক**

প্রথম দৃশ্য

ঈশা খাঁর কক্ষ

মায়া, ঈশাখাঁ, ফজলু, তাহের, রেজাক খাঁ, ও সোণা।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কুতুবপুর মোগল শিবির।

কিলমক্ খাঁ, সাদে খাঁ, ওসমান খাঁ নর্ত্তকীগণ, নারাণ রায়, কেদার রায় ও কার্ভালো।

তৃতীয় দৃশ্য

মানসিংহের শিবির

রেজাক খাঁ, মানসিংহ, সেনানী ও শ্রীমন্ত,

চতুর্থ দৃশ্য

সোনাকুণ্ডার দুর্গের সম্মুখ

কেদাররায়, মুকুটরায়, কার্ভালো, সোণা ও সৈন্যগণ!

**পঞ্চম অঙ্ক**

প্রথম দৃশ্য

রাজপ্রাসাদের কক্ষ

মুকুট, বিশ্বনাথ, নারাণরায়, চর, স্থনন্দা, কার্ভালো, ও শ্রীমন্ত

তৃতীয় দৃশ্য

ফতেজঙ্গপুরে মানসিংহের বন্দীশালা

কেদাররায়, মানসিংহ, কার্ভালো ও সৈন্যগণ।

তৃতীয় দৃশ্য

মানসিংহের শিবির

মানসিংহ, রেজাক ও গুপ্তচর,

চতুর্থ দৃশ্য

অষ্টভুজার মন্দির প্রাঙ্গন

রত্না, কেদাররায়, নারাণ, সৈনিকগণ, শ্রীমন্ত, মানসিংহ, রেজাক, ও কার্ভালো।

—০—

# অভিনয়

**শ্রীশচীকান্ত গুহ, এম এ, বি, এল প্রণীত**

পরিচালক—**শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র**

অভিনয় রজনী শুক্রবার ১০ই সেপ্টেম্বর সময় ৭ ৪৫—১০ ৪৫

## চরিত্র পরিচয়

নিকুঞ্জ বিহারী বড় অভিনেতা
থিয়েটারের ম্যানেজার
রাখাল বাবু সাহিত্যিক
অভিনেতাগণ, থিয়েটারের হিসাবরক্ষক অহিবাবু
দর্শকগণ ইত্যাদি

সুমিত্র দেবী নিকুঞ্জ বাবুর স্ত্রী ও থিয়েটারের বড় অভিনেত্রী
ললিতা—থিয়েটারের আর একজন অতিনেত্রী
অভিনেত্রীগণ ইত্যাদি

এই নাটকের আরম্ভ কোন একটি, রঙ্গালয়ের ভিতর দৃশ্য।
প্রথমে ষ্টেজে অভিনেত্রীদের অভিনয় শিক্ষা দেওয়া
দ্বিতীয়—ম্যানেজার ও বড় অভিনেতার আলাপ
তৃতীয়—বড় অভিনেতার আক্ষেপ ও নবীনের অভিনয় দর্শনে গমন
চতুর্থ—ম্যানেজারের বড় অভিনেতার পদধারণ
পঞ্চম—বড় অভিনেতার জীবন্ত অভিনয়।

—

# জীবনবীমা

**শ্রীবীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র প্রণীত**

অভিনয় রজনী শুক্রবার ১০ই সেপ্টেম্বর
পরিচালক—**শ্রীবীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র**
হলধর ভাদুড়ী—**শ্রীসন্তোষ সিংহ**
গোবিন্দ চাকলাদার—**শ্রীশিবকালী চট্টোপাধ্যায়**
জগদানন্দ বাবু—**শ্রীরণজিৎ রায়**
নরেন—শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়
নাড়ু দত্ত—শ্রীমণি মজুমদার
পিসেমশাই—শ্রীবিভূতি মুখোপাধ্যায়
আদিত্য—শ্রীনারয়ণ চন্দ্র নাথ
মেসের ম্যানেজার—শ্রীপ্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী
মিস্ রায়—**পদ্মাবতী**

হলধর ভাদুড়ী জনৈক ইন্সিওরেন্সএ প্রপীড়িত অবিবাহিত ভদ্রলোক
নরেন—হলধরের বন্ধু ইন্সিওরেন্সের দালাল
গোবিন্দ চাকলাদার—জনৈক প্রৌঢ় ভদ্রলোক ইন্সিওরেন্সের পাকা দালাল
মেসের ম্যানেজার—ইন্সিওরেন্সের এজেন্ট
পিসেমশাই—ইন্সিওরেন্সের পাকা দালাল
নাড়ুদত্ত—মিস রায়ের বাড়ীর মালিক
জগদানন্দ বাবু—মেসের বাসার বন্ধু ইন্সিওরেন্সের দালাল
আদিত্য—মেসের বন্ধু। মেসের বন্ধুগণ,রিক্সওয়ালা, ঠাকুর,
মিস রায়—জনৈক শিক্ষিতা নার্স ইন্সিওরেন্সের এজেন্ট

## প্রথম অঙ্ক

### প্রথম দৃশ্য

শ্যামবাজার—মেসের বাসা
বন্ধুগণ, নরেন ও হলধর

### দ্বিতীয় দৃশ্য

হলধরের মেসের কক্ষ
হলধর ও গোবিন্দ,

### তৃতীয় দৃশ্য

জগদানন্দ বাবুর ঘর
জগদানন্দ, হলধর ও ম্যানেজার।

### চতুর্থ দৃশ্য

বালিগঞ্জ—মিস রায়ের বাড়ী
মিস রায়, হলধর, পিসেমশাই,
নাড়ুদত্ত ও জগদানন্দ।

—০—

সম্পাদক—শ্রীশিবকালী চট্টোপাধ্যায়
সঙ্গীত পরিচালক—শ্রীধীরেন দাস ও শ্রীণরজিৎ রায়
তত্ত্বাবধায়ক—শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী
কর্ম্মসচীব—শ্রীরণধীর আইচ
পরিদর্শক শ্রীসৌমেন দেব।

## অনুষ্ঠান-পত্র

( সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত )

প্রোগ্রাম পরিবর্ত্তন সাপেক্ষ

—

লং-ওয়েভ ৩৭০.৪ মিটার
শর্ট-ওয়েভ ৪৯.১০ মিটার

—

কলিকাতা সময়

—

**বুধবার, ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭**

১৬ই ভাদ্র, ১৩৪৪

—

**দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠান**

১টা সময় জ্ঞাপন
সঙ্গীতাদি ( ইংরাজীতে )

২টা গ্রামোফোন রেকর্ড
উমা চক্রবর্ত্তী ( আধুনিক গান )
রাধারাণী ( ফিল্মের গান )
ভবতোষ ভট্টাচার্য্য ( ধর্ম্মসঙ্গীত )
সীতা বন্দ্যোপাধ্যায় ( কীর্ত্তন )

২-৩০ বক্তৃতা—বিদেশে ( ৪ )
আফ্রিকার অন্তঃস্থলে
কল্যাণী চক্রবর্ত্তী

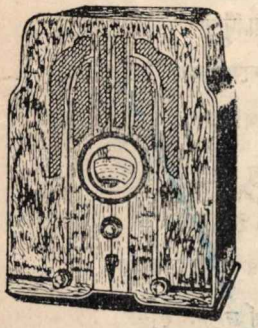




# REDUCTION

খুব সুবিধা দামে কয়েকটী মাত্র

## "ফিল্কো-রেডিও"

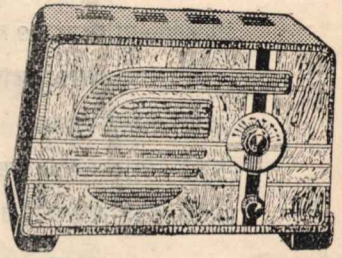



১৯৩৭—মডেল

A.C./D.C. ; ভারতের তথা
সারা পৃথিবীর গান শুনিবার
উপযুক্ত

বিশেষ বিবরণের জন্য
আজই আসুন বা পত্র
লিখুন

## রেডিও সাপ্লাই ষ্টোরস্ লিঃ

৩ নং ডালহাউসী স্কোয়ার কলিকাতা

**বৃহস্পতিবার, ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭**

১৭ই ভাদ্র, ১৩৪৪

—

**দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠান**

১টা সময়-জ্ঞাপন

সঙ্গীতাদি ( ইংরাজীতে )

২টা **বিদ্যার্থীমণ্ডল**

( ক ) বক্তৃতা—বাংলা দেশের ভূগোল

—বাংলা দেশের প্রাকৃতিক ধনসম্পদ

পশুপতি চট্টোপাধ্যায় এম, এ

( খ ) নির্ব্বাচিত দৃশ্যাবলী

( রেকর্ড-নাট্য হইতে )

২-৪৫ **আধুনিক বাংলা গান**

নারায়ণ চৌধুরী

তরু বন্দ্যোপাধ্যায়

সত্যচরণ মিত্র

৩-৩০ সময়-জ্ঞাপন

—

**সান্ধ্য অনুষ্ঠান**

৫-৩০ সময়-জ্ঞাপন

**পল্লীমঙ্গল আসর**

৬টা **বাংলা গান** (লঘু চা'লের)

উমাপদ ভট্টাচার্য্য

৬-১৫ **আধুনিক বাংলা গান**

সুপ্রভা ঘোষ

৬-৩০ **বাংলা গান**

( শাস্ত্রসম্মত সঙ্গীত-ধারায় )

বীণাপাণি দেবী ( মধুপুর )

৬-৪৫ **"ঘুমপাড়ানিয়া"** ( বেতার বিচিত্রা )

রচনা ও প্রযোজনা—বাণীকুমার

সুর—পঙ্কজকুমার মল্লিক

যন্ত্রসঙ্গীত—তারক নাথ দের

পরিচালনায় বেতার অর্কেষ্ট্রা।

৮-১৫ **বক্তৃতা**—ভারতীয় ললিতকলা ও স্থাপত্যশিল্প ( ৫ )

ও, সি, গাঙ্গুলী

৮-৩০ **আবহাওয়া ও সংবাদ** ( বাংলা )

৮-৪৫ **ঠুংরী ও ভজন** ( হিন্দুস্থানী )

আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়

৯-৫ **দাদ্‌রা ও গজল**

বীণাপাণি

৯-২৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

১১টা সময়-জ্ঞাপন

God Save the King Emperor

শেষ

—


**ভ্রম-সংশোধন**

কোন সেট্‌কে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া যদি আপনার ধারণা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনার সে ভুল শুধরাইবে—

**গ্যারড্**

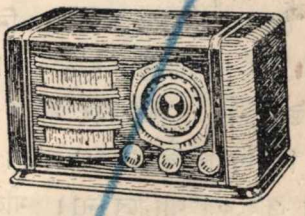

পাশাপাশি রাখিয়া, সারা বিশ্বের প্রোগ্রাম শুনিয়া তুলনা করিয়া দেখুন।

**মেট্রো রেডিও কোম্পানি লিমিটেড্**

৯এ ডালহাউসী স্কোয়ার, কলিকাতা

ফোন—ক্যাল ১৯৬১

২-৩০ **গ্রামোফোন রেকর্ড**

কনক দাস—রবীন্দ্র সঙ্গীত

ইন্দুবালা—থিয়েটারের গান

হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—হাসির গান

কৃষ্ণচন্দ্র দে—ভজন ও বাউল

৩টা **পুরাণ-কথা** ( সঙ্গীত সহযোগে )

অমূল্যকৃষ্ণ ভাগবতভূষণ

৩-৩০ সময়-জ্ঞাপন

——

**সান্ধ্য অনুষ্ঠান**

৫-৩০ সময়-জ্ঞাপন

**পল্লীমঙ্গল আসর**

৬টা **সাধন-সঙ্গীত**

ধীরেন্দ্র নাথ দাস

৬-১৫ **বাংলা গান** ( লঘু চা'লের )

রাণীবালা

৬-৩০ **যন্ত্রীসঙ্ঘ**

পরিচালক—সুরেন্দ্রলাল দাস

৬-৪৫ হরিপদ রায়ের ব্যবস্থাপনায়

**অতুলপ্রসাদ-স্মৃতি-বাসর**

**বক্তৃতা**—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

অতুল প্রসাদের গান—

রেণুকা দাশগুপ্ত

চিত্রা চট্টোপাধ্যায়

গৌরী চট্টোপাধ্যায়

শুকতারা গুপ্ত

উমা বসু

সরস্বতী দত্ত

উমাপদ ভট্টাচার্য্য

কুমুদেশ সেন

রণজিৎ সেন

হরিপদ রায়

হরেন চট্টোপাধ্যায়

রেণু সেন

নীলিমা দাশগুপ্ত

৮-১৫ **বক্তৃতা**—ঘটনা প্রবাহ

নীরদ চৌধুরী

৮-৩০ **আবহাওয়া ও সংবাদ** ( বাংলা )

৮-৪৫ **ঠুংরী ও গজল** ( হিন্দুস্থানী )

জমিরুদ্দিন খাঁ

৯-৫ **দাদরা ও গজল**

রাধারাণী

৯-২৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

১১টা সময়-জ্ঞাপন

God Save the King Emperor

শেষ

—


## ডোয়ার্কিনেরই কিনিবেন

ডোয়ার্কিনের "সোনরা" Sonora হারমোনিয়ম নং ৫৩, ৩ অক্টেভ, ২ সেট প্যারিস রীড যুক্ত, ৫ ষ্টপ, মূল্য ৩৬৲ ; ঐ অর্গ্যান টীউন ৪০৲। অর্ডারের সহিত অগ্রিম ৫৲ টাকা ও এই বিজ্ঞাপনটি কাটিয়া পাঠাইলে প্যাকিং চার্জ্জ ও রেল মাশুল গ্রাহকের লাগিবে না। মাত্র এই মাসের জন্য এই সুযোগ ছাড়িবেন না।

কি যন্ত্র উল্লেখ করিয়া লিখিলে সেই যন্ত্রের সচিত্র ক্যাটালগ আপনাকে পাঠাইব।

**DWARKIN & SON.**

**১১ নং এলগ্লেনেড** ( চৌরঙ্গীর মোড় ) **কলিকাতা।**

**শুক্রবার, ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭**

**১৮ই ভাদ্র, ১৩৪৪**

—

## দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠান

১টা সময়-জ্ঞাপন

সঙ্গীতাদি ( ইংরাজীতে )

২টা **গ্রামোফোন রেকর্ড**

গোণি মিঞা—ইসলামী গান

মহম্মদ কাশেম— " "

ছমিরুদ্দিন আহম্মদ " "

মুন্সী আহম্মদ হোসেন—ব্যাগ পাইপ

২-৩০ **শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ**

রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য

২-৪৫ **বাংলা গান**

গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

২-৫৫ **সেতার**

শৈলেন্দ্রনাথ দাস

৩-১০ **মিলাদ শরীফ**

কারি নুর হোসেন

৩-৩০ সময়-জ্ঞাপন

—

## সান্ধ্য অনুষ্ঠান

৫-৩০ সময়-জ্ঞাপন

**ছোটদের বৈঠক**

( ক ) ছোটদের আসর

—"স্বপ্ন"

রচনা ও প্রযোজনা—ইন্দিরা দেবী

স ন পরিচালক—বিমান ঘোষ

( খ ) ধাঁধা ও পত্রাবলী

( গ ) বাংলা গান—বিশ্বনাথ দাস

( ঘ ) বক্তৃতা—বাল্য জীবনের একটি দিন ( ১ )

—শয্যাত্যাগের পর হইতে

ডাঃ সোমনাথ নাহা এম্, বি

( ঙ ) বা লা গান

বিশ্বনাথ দাস

( কৌতুক-কথা

অবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

৬-৩০ **টপ্পা** ( বাংলা )

পঞ্চানন সরকার

৬-৪৫ **বাংলা গান** ( লঘু চা'লের )

সুধীন্দ্র নাথ মিত্র

৬-৫৫ **আধুনিক বাংলা গান**

অন্নপূর্ণা বসু

৭-৫ আবহাওয়া ও বাজার দর ( বাংলা )

৭-১০ **সংবাদ ও ঘোষণা** ( বাংলা )

৭-২৫ আবহাওয়া ও বাজার দর ( ইংরাজী )

৭-৩০ **সংবাদ ও ঘোষণা** ( ইংরাজী )

৭-৪৫ **অভিনয়-রজনী**

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের পরিচালনায়

এ, আই, আর, প্লেয়ার্স কর্তৃক অভিনয়

রমেশচন্দ্র গোস্বামী প্রণীত

**কেদার রায়**

( তারক নাথ দের পরিচালনায়

বেতার-অর্কেষ্ট্রা সহযোগে )

রেডিও, লাউড স্পীকার, হেডফোন, ট্রান্সফরমার ইত্যাদি অল্প খরচায়, নিখুঁতরূপে অল্প সময়ের মধ্যে আপনার মনের মতন করিয়া নূতনের ন্যায় মেরামত হয়। ২৪ ঘণ্টায় ডেলিভারি। ৬ মাস গ্যারান্টি

সমস্ত রেডিও ব্যবসায়ীর দ্বারা উচ্চ প্রশংসিত, একমাত্র মেরামতকারক

**অটোমেটিক ওয়ার্কস্**

১১১, লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা ফোন ক্যালকাটা ৩৬৮১। কেম্বেল হাঁসপাতালের সম্মুখে।

220

১০-৪৫ সময়-জ্ঞাপন

God Save the King Emperor

শেষ

—

**শনিবার, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭**

১৯শে ভাদ্র, ১৩৪৪

—

**দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠান**

১টা সময় জ্ঞাপন

সঙ্গীতাদি ( ইংরাজীতে )

২টা **গ্রামোফোন রেকর্ড**

গোপাল সেনগুপ্ত—বাংলা গান

পারুল সেন " "

সত্যেন চক্রবর্ত্তী " "

ননী দাশগুপ্ত কৌতুক-কথা

২-৩০ **বক্তৃতা**—বিভিন্ন দেশের ধর্ম্মমূলক আচার অনুষ্ঠান ( ৬ )

—রাখীবন্ধন

নমিতা চট্টোপাধ্যায়

২-৪৫ এস্, এন্, চ্যাটার্জ্জির ব্যবস্থাপনায়

**বিচিত্র সঙ্গীতানুষ্ঠান**

শোভারাণী ভৌমিক

আনন্দিতা ঘোষ

রেবা রায়

মীরা সরকার

রাধাবিনোদ ঠাকুর

ভুলু সেন

মানস ঘোষ

হারাধন বিশ্বাস

৩-৩০ সময়-জ্ঞাপন

—

**সান্ধ্য অনুষ্ঠান**

৫-৩০ সময়-জ্ঞাপন

**পল্লীমঙ্গল আসর**

৬টা **সানাই**

গোপাল চন্দ্র ঘোড়ুই

এবং তাঁহার সম্প্রদায়

৬-১৫ **আধুনিক বাংলা গান**

( শাস্ত্রসম্মত সঙ্গীত ধারায় )

সত্যেন ঘোষাল

৬-৩৫ **বাংলা গান** ( লঘু চা'লের )

বাবল রাণী

৬-৫৫ **সারেঙ্গী**

ছোটে খাঁ

৭-১৫ **গঙ্গাবতরণ** ( বেতার বিচিত্রা )

রচনা—বাণীকুমার


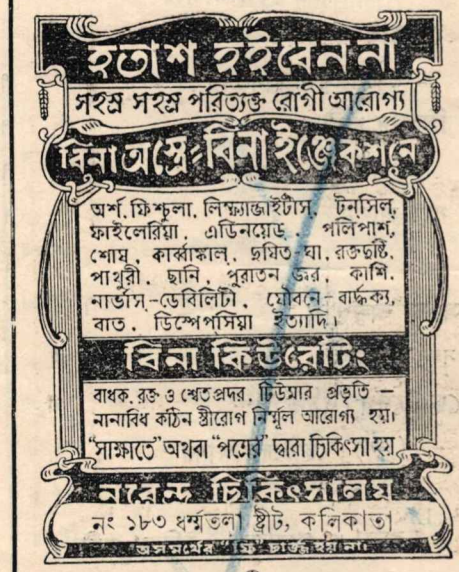


[ ধর্ম্মতলা ও চৌরঙ্গীর মোড় ]

চিকিৎসালয়—প্রাতে ৮টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। পাঁচ তলার উপরে। "Lift" লিফ্‌টে চড়িয়া উপরে আসুন।

আমাদের ভারতবিখ্যাত ব্যবস্থাপক চিকিৎসক ডাক্তার শ্রীনরেন্দ্র মুখার্জ্জি যিনি সুদূর ইউরোপেও আহূত হইয়া অত্যন্ত কঠিন রোগ আরোগ্যে যথেষ্ট সম্মান পাইয়াছেন তিনি সকলকেই যত্ন সহকারে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন

সংগঠন—শৈলেশ দত্তগুপ্ত
সঙ্গীত-প্রয়োগ—সুরেন্দ্র লাল দাসের
পরিচালনায় যন্ত্রীসঙ্ঘ
বিভিন্ন অংশে—অনিল দাস, জটাধর
পাইন, আভাবতী, রাধারাণী

৮-১৫ **বক্তৃতা**—প্রাচীন ভারত (৩)
—পুরুষপরম্পরাগত ধর্ম্মবিশ্বাস
অশোকনাথ শাস্ত্রী

৮-৩০ **আবহাওয়া ও সংবাদ** (বাংলা)

৮-৪৫ **ভজন ও কাওয়ালী**
সুরয প্রসাদ শ্রীবাস্তব

৯-৫ **ঠুংরী ও গজল**
কমলাবালা

৯-২৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

১১টা সময়-জ্ঞাপন

—

God Save the King Emperor

শেষ

—


"হিজ মাষ্টার্স ভয়েস"
অল্ ওয়েভ
রেডিও

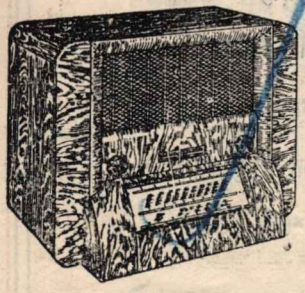

মডেল ৪৮৬ (এ,সি ডি,সি) ৫টী ভ্যাল্‌ভ, সুপার-হেট, ২টী সঙ্গীত টিউনিং, টোন কণ্ট্রোল, ভল্যুম কণ্ট্রোল

২৩৫৲ টাকা

মাসিক কিস্তিরও ব্যবস্থা আছে

এল, সি, সাহা লিঃ

রেডিও ডিপার্টমেণ্ট—৬।৪ নং, লিণ্ডসে ষ্ট্রীট, কলিকাতা


## রবিবার, ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭

২০শে ভাদ্র, ১৩৪৪

—

### প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠান

৯টা সময়-জ্ঞাপন

**বেতার অর্কেষ্ট্রা**
পরিচালক—তারকনাথ দে

৯-১০ **কাব্যসঙ্গীত**
ভবানী দাস

৯-২৫ **সুপ্রসিদ্ধ রেকর্ড সঙ্গীত**
আঙ্গুরবালা

৯-৪৫ **বেতার অর্কেষ্ট্রা**

৯-৫৫ **গম্ভীরা গান**
তারাপদ লাহিড়ী

১০-৫ **বাংলা গান** (লঘু চা'লের)
আভাবতী

১০-২৫ **সঙ্গীত-শিক্ষাদান**
শিক্ষক পঙ্কজকুমার মল্লিক

১০-৫৫ **খেয়াল** (আলাহিয়া) ও **ঠুংরী**
রামকৃষ্ণ মিশ্র

১১-১৫ **সমালোচনা**—অভিনয় প্রসঙ্গ
স্পেক্টেটর

১১-৩০ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

১টা সময়-জ্ঞাপন

—

### সান্ধ্য অনুষ্ঠান

৬টা সময়-জ্ঞাপন
ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

৭-৪৫ **খেয়াল** (কল্যাণ-বৈচিত্র্য)
গীতা রায়

৮টা **ভজন** (বাংলা)
উত্তরা দেবী

৮-২০ **এসরাজ**
কার্ত্তিক চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৮-৩০ **আবহাওয়া ও সংবাদ** ( বাংলা)
৮-৪৫ **সানাই**
আলি হোসেন ও তাঁহার সম্প্রদায়
৯-৩০ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম
১১টা সময়-জ্ঞাপন

—

God Save the King Emperor.

শেষ

—

**সোমবার, ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭**
২১শে ভাদ্র, ১৩৪৪

—

**দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠান**

১টা সময়-জ্ঞাপন
সঙ্গীতাদি ( ইংরাজীতে )
২টা **বিদ্যার্থীমণ্ডল**
সাধারণ-জ্ঞান-দিবস
বক্তা—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
বক্তৃতা—পড়িয়াছ কি ? ( ৩ )
—"এষা"
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
২-৩০ **গ্রামোফোন রেকর্ড**
বিমল কর ( বাংলা গান )
সন্তোষ সেনগুপ্ত " " )
বীণা চৌধুরী ( " " )
বনফুল ( আবৃত্তি )
৩টা **আধুনিক বাংলা গান**
সুনীল কুমার দত্ত
শিবশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

৩-২০ **এসরাজ**
দক্ষিণা ঠাকুর
৩-৩০ সময়-জ্ঞাপন

—

**সান্ধ্য অনুষ্ঠান**

৫-৩০ সময়-জ্ঞাপন
**পল্লীমঙ্গল আসর**
৬টা **দ্বৈত হাসির গান**
ঊষাবতী ও রণজিৎ রায়
৬-১০ **বাউল** ( কীর্ত্তন মিশ্রিত )
হরিপদ দে
৬-২২ **ঠুংরী** ( বাংলা )
পারুল চৌধুরী
৬-৩৭ **যন্ত্রীসঙ্ঘ**
পরিচালক—সুরেন্দ্র লাল দাস

**Guarantee after repair is our speciality**

এবারে আপনার সেট খারাপ হইলে অন্যত্র পাঠাইয়া বৃথা অর্থ নষ্ট ও কাল-ক্ষেপ করিবেন না।

আমাদের নিকট হইতে মেরামত করাইয়া বারবার মেরামতি খরচের হাত হইতে নিশ্চিন্ত হউন।

**রেডিও ভয়েস্ প্রডাক্টস্**

১৪ নং হ্যারিসন রোড ( দ্বিতলে )

ফোন—বি, বি, ৪৬৬৩

৬-৫২ **খেয়াল** ( বেহাগ ও বাগেশ্রী )
নরেশ্বর ভট্টাচার্য্য
( মরিস্ মিউজিক্ কলেজ, লক্ষ্ণৌ )

৭ ১৫ **নিউ থিয়েটার্সের সঙ্গীতানুষ্ঠান**
(কর্ত্তৃপক্ষের সৌজন্যে টালিগঞ্জ ষ্টুডিও হইতে রীলে)

৮-১৫ **বক্তৃতা**—ঈশ্বরের সন্ধানে ( ৫ )
—গ্রীস দেশে
এম্. এল্, রায়

৮ ৩০ **আবহাওয়া ও সংবাদ** ( বাংলা )

৮-৪৫ **শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আসর**
ধ্রুপদ ( ললিতা গৌরী ও বারোয়াঁ )
কৃষ্ণচন্দ্র দে
ধ্রুপদ ( পুরিয়া ) ও ধামার ( বেহাগ )
ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়

৯-২৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

১১টা সময় জ্ঞাপন

—

God Save the King Emperor

শেষ

——

**মঙ্গলবার, ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭**

২২শে ভাদ্র, ১৩৪৪

—

**দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠান**

১টা সময়-জ্ঞাপন
সঙ্গীতাদি ( ইংরাজীতে )

২টা **গ্রামোফোন রেকর্ড**
ফুল্লনলিনী ( আধুনিক বাংলা গান )
গিরীন চক্রবর্ত্তী ( ভাটিয়ালী )
হরিমতি ( বাংলা গান )
ঢাকা অর্কেষ্ট্রা

২-৪০ **বক্তৃতা**—পৌরাণিক ভারত ( ৪ )
—রাজা জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ
বিষ্ণুশর্ম্মা

২ ৪৫ **বাংলা গান**
নির্ম্মল কুমার ভট্টাচার্য্য

৩টা **কীর্ত্তন**
সুশীল চন্দ্র দাস

৩-১৫ **ভূতের গল্প**
বিমল বসু

৩-৩০ সময়-জ্ঞাপন

——

**সান্ধ্য অনুষ্ঠান**

৫-৩০ সময়-জ্ঞাপন

**ছোটদের বৈঠক**
( ক ) বাল্যজীবনের একটি দিন (২)
—অধ্যয়ন রীতি


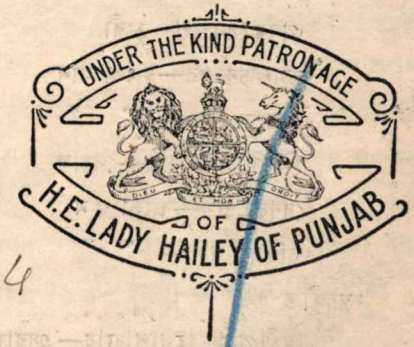

224

বর্ষার দিনে
যথানির্দ্দিষ্ট তারিখের মধ্যে
পোষাক পরিচ্ছদ পরিচ্ছন্ন
করিতে যত্নবান হউন।
ভারতীয় পোষাক ও কাপড় ধোয়াইয়ে
অদ্বিতীয়—
ক্যালক্যাটা ডাইং এণ্ড ক্লিনিং কোং
২১৩, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা

অধ্যাপক ভ নাথ বসু
টি, ডি( লণ্ডন )

( খ ) গল্পে সংবাদ—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

( গ ) বাংলা গান—কল্যাণী ভট্টাচার্য্য

( ঘ ) বক্তৃতা—আমি যখন তোমাদের মত ছোট ছিলাম ( ১ )
রায় বাহাদুর জলধর সেন

( ঙ ) হাস্যরসে দশ মিনিট
নির্ম্মল বসু

৬-৩০ **লোকসঙ্গীত**
আব্বাস উদ্দিন

৬-৪৫ পাঁচুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের ব্যবস্থাপনায় বালীগঞ্জ সঙ্গীত সংসদের

**সঙ্গীতানুষ্ঠান**

কণ্ঠসঙ্গীত—
হেমেন্দ্রলাল রায়—খেয়াল
প্রমথ সেনগুপ্ত—ঠুংরী
দুলালচন্দ্র ধর—বাংলা গান
প্রভাত ঘোষ— " "
নির্ম্মলা মজুমদার—খেয়াল
রেণুকা সুর—বাংলা গান
লতিকা পাল— " "

যন্ত্রসঙ্গীত
দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—এসরাজ
রাধিকা প্রসাদ মৈত্র—স্বরোদ

৮টা **বেতার অর্কেষ্ট্রা**
পরিচালক—তারক নাথ দে

৮-১৫ **বক্তৃতা**—অতীতের সু-দিন গুলি ( ২ )
মধ্যাহ্ন ভোজন কিরূপে সম্পন্ন করিতাম ?
যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

৮-৩০ **আবহাওয়া ও সংবাদ** ( বাংলা )

৮-৪৫ **কাওয়ালী**
আবদুল গফুর খাঁ

৯-৫ **দাদরা ও গজল**
ইন্দুবালা

৯-২৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

১১টা সময়-জ্ঞাপন

—

God Save the King Emperor

শেষ

—

**বুধবার, ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭**

২৩শে ভাদ্র, ১৩৪৪

—

**দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠান**

১টা সময়-জ্ঞাপন
সঙ্গীতাদি ( ইংরাজীতে )

ফোন ২৭৭৪ বড় বাজার
ভারত অয়েল মিলের
তেল ব্যবহারে
বেরি বেরি হয় না।
মিল-২৪৩, আপার সারকুলার রোড — কলিকাতা।

২টা **গ্রামোফোন রেকর্ড**
কঙ্কাবতী
পঙ্কজ মল্লিক
বিমল মিত্র
উমা চক্রবর্ত্তী

২.৩০ **বক্তৃতা**—স্বাস্থ্য ও সুখ (১০)
—আমাদের বিস্ময়কর হৃদয়
ডাঃ এস্‌, কে, মুখার্জ্জি

২-৪৫ **বাংলা গান**
জগন্ময় মিত্র
শৈলেন দাস

৩-১৫ **দেবী-মাহাত্ম্য**
পণ্ডিত হারাণ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

৩-৩০ সময়-জ্ঞাপন

—


**বাহিরে দিন রাত ঝিম্‌ ঝিম্‌ বৃষ্টি অথচ ঘরে থাকতেও ভাল লাগেনা**

——এ অবস্থায়——

**ইণ্ডিয়ান রেডিও**

D.C. অথবা A.C.—১০০৲ টাকা হইতে
ALL WAVE—৩০০৲ টাকা ও তদূর্দ্ধ।

সবিশেষ অনুসন্ধান করুন—

**ইণ্ডিয়ান রেডিও কর্পোরেশন**

৫২।১।১, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন বড়বাজার ৩৯৮৪


226

**সান্ধ্য অনুষ্ঠান**

৫-৩০ সময়-জ্ঞাপন

**পল্লীমঙ্গল আসর**

৬টা **আধুনিক বাংলা গান**
আশালতা রায়

৬-১৫ **রসকথা**
আশুদে

৬-২০ **সাধন-সঙ্গীত**
শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়

৬-৩৫ **রসকথা** (পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৬-৪২ **আধুনিক বাংলা গান**
(শাস্ত্রসম্মত সঙ্গীত ধারায়)
অসিত মুখোপাধ্যায়

৬-৫৭ **রসকথা** (পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৭-৫ **বেহালা**—(খাম্বাজ)
প্রতাপ চন্দ্র ব্রহ্মচারী

৭-১৫ **ব্রতকথা**—বেতার-বিচিত্রা
রচনা ও প্রযোজনা—বাণীকুমার
সঙ্গীত-সঙ্গতি—সুরেন্দ্রলাল দাসের পরিচালনায় যন্ত্রীসঙ্ঘ

৮-১৫ **বক্তৃতা**—গৌরবজনক অকৃতকার্য্যতা (৩)
শচীকান্ত গুহ

৮-৩০ **আবহাওয়া ও সংবাদ** (বাংলা)

৮-৪৫ **ঠুংরী ও ভজন** (হিন্দুস্থানী)
গোলাম মহম্মদ খাঁ

৯-৫ **দাদ্‌রা ও গজল**
হাশমৎ (গোয়ালিয়র)

৯-২৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

১১টা সময় জ্ঞাপন

—

God Save the King Emperor

শেষ

—

**বৃহস্পতিবার, ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭**

২৪শে ভাদ্র, ১৩৪৪

—

### দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠান

১টা সময়-জ্ঞাপন

সঙ্গীতাদি (ইংরাজীতে)

২টা **বিদ্যার্থীমণ্ডল**

নির্ম্মল চন্দ্র সিংহের ব্যবস্থাপনায় "কেশব একাডেমি"র ছাত্রদের বিচিত্র অনুষ্ঠান

২-৩০ সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যবস্থাপনা ও প্রযোজনায়

**সঙ্গীতানুষ্ঠান**

সলিলা মুখোপাধ্যায়—রবীন্দ্র সঙ্গীত

কল্যাণী দেবী—আধুনিক বাংলা গান

করুণা চট্টোপাধ্যায়—ঠুংরী

তারক বাবু—হাসির গান

সতীশ চন্দ্র রায়—বাংলা গান

দুলালচাঁদ কর—স্বরোদ

সিদ্ধেশ্বর দত্ত—ভাটিয়ালী

বিশ্বনাথ রায় চৌধুরী—সেতার

ননী দাশগুপ্ত—মাউথ অর্গ্যান

বংশীবদন মল্লিক—তবলা সঙ্গৎ

৩-১০ সময়-জ্ঞাপন

—

### সান্ধ্য অনুষ্ঠান

৫-৩০ সময়-জ্ঞাপন

**পল্লীমঙ্গল আসর**

৬টা **কাব্যসঙ্গীত**

শৈলেশ দত্তগুপ্ত

৬-১৫ **বাংলা গান** (লঘু চালের)

সন্তোষ সেনগুপ্ত

৬-৩০ **কীর্ত্তন**

বাণী গাঙ্গুলী

৬-৪৫ পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় "তরুণ সঙ্গীত সম্মিলনে"র

**সঙ্গীতানুষ্ঠান**

শোভা রায় চৌধুরী—বাংলা গান

করুণা সেন—খেয়াল

পূর্ণিমা দে—ঠুংরী

রাণু দে—বাংলা গান

বাণী রায়—কীর্ত্তন

শোভারাণী ভৌমিক—বাংলা গান

সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল—খেয়াল

বিমল কর—বাংলা গান

জীবন উপাধ্যায়—ঠুংরী

মানসমোহন ঘোষ—বাংলা গান

৭-৫ আবহাওয়া ও বাজার দর ( বাংলা )
৭-১০ **সংবাদ ও ঘোষণা** ( বাংলা )
৭-২৫ আবহাওয়া ও বাজার দর ( ইংরাজী )
৭-৩০ **সংবাদ ও ঘোষণা** ( ইংরাজী )
৭-৪৫ **অভিনয়-রজনী**
বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের পরিচালনায়
এ, আই, আর্ প্লেয়ার্স কর্ত্তৃক অভিনয়
১। শচীকান্ত গুহ প্রণীত
**অভিনয়**
২। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র প্রণীত
**জীবন বীমা**
( তারক নাথ দের পরিচালনায়
বেতার অর্কেষ্ট্রা )
১০-৪৫ সময়-জ্ঞাপন
God ave the King Emperor
শেষ

—

**শনিবার, ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৭**

২৬শে ভাদ্র, ১৩৪৪

—

**দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠান**

১টা সময়-জ্ঞাপন
সঙ্গীতাদি ( ইংরাজীতে )
২টা **গ্রামোফোন রেকর্ড**
মড্ কষ্টেলো—ভজন
সীতা দেবী—আধুনিক গান
মাণিকমালা—নৃত্য-সঙ্গীত
উত্তরা দেবী—ধর্ম্মসঙ্গীত
২-৩০ বিমল বসুর ব্যবস্থাপনায়
**সঙ্গীতানুষ্ঠান**
লীলা দেবী—বাংলা গান
নারায়ণ চৌধুরী—ভজন
জগদিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—আধুনিক সঙ্গীত
বিমান ঘোষ—রবীন্দ্র সঙ্গীত
সৌরীন চৌধুরী—কীর্ত্তন
রমাপতি মৈত্র—সেতার
৩-১৫ **বক্তৃতা**—ভবিষ্যতের কল্পরাজ্য
এম্, ঘোষ
৩-৩০ সময়-জ্ঞাপন

——

**সান্ধ্য অনুষ্ঠান**

৫-৩০ সময়-জ্ঞাপন
**পল্লীমঙ্গল আসর**
৬টা **রবীন্দ্র-গীতি**
হরিপদ চট্টোপাধ্যায়
৬-১৫ **শ্যামা-সঙ্গীত**
কঙ্কাবতী
৬-৩৫ **ক্ল্যারিওনেট**
রাজেন সরকার


সারা দিনের পরিশ্রমের পর আপনাকে প্রকৃত আনন্দ দেবে

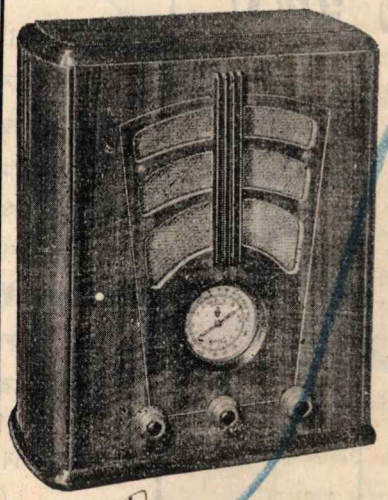

আমেরিকান বস্ সেণ্ট্রোমেটিক রেডিও কিস্তিবন্দি ও পুরাতনের পরিবর্ত্তে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়। তালিকার জন্য পত্র লিখুন

২৩০ গণেশ দাস রামগোপাল
১নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা
টেলিফোন—ক্যালঃ ১৭৪৬—১৭৪৭

৬-৫০ **ঠুংরী**

ধীরেন মিত্র

৭-১০ **ঠুংরী** ( বাংলা )

কুমার শচীন দেব বর্ম্মণ

৭-৩০ **কবি-গীতি**

( রঘুনাথ ও হরু ঠাকুরের দ্বৈত কবি-গান )

বিভিন্ন অংশে—

কালিপদ পাঠক ও কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ

( স্বরেন্দ্র লাল দাসের পরিচালনায়

যন্ত্রীসঙ্ঘ সহযোগে )

৮-১৫ **বক্তৃতা—**স্মরণীয় মুহূর্ত্ত ( ৫ )

প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়

৮-৩০ **আবহাওয়া ও সংবাদ** ( বাংলা )

৮-৪৫ **খেয়াল** ( লঘু চা'লের ) **ও ঠুংরী**

ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়

৯-৫ **ক্ল্যারিওনেট**

নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার

৯-২৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

১১টা সময়-জ্ঞাপন

—

God Save the King Emperor

শেষ

—

**রবিবার, ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭**

২৭শে ভাদ্র, ১৩৪৪

—

**প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠান**

৯টা সময়-জ্ঞাপন


আহারে তৃপ্তি পাইতে হইলে

দ্বারিকের দোকানে আসুন বা অর্ডার দিন

যে কোন ক্রিয়াকর্ম্মে ও অনুষ্ঠানে নিম্নলিখিত ঠিকানাগুলির যে কোন একটিতে খবর দিন

১৪০।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ( হেড অফিস )
ফোন—বড়বাজার ১৩৪০

১২৮।৯এ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
ফোন—বড়বাজার ৩০৮৩

১২৮।৩২এ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
ফোন—বড়বাজার ২৮১০

৭৭ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট
ফোন—বড়বাজার ২৬২৪

৮৯ হ্যারিসন রোড
ফোন—বড়বাজার ৩৭৭৩

৭০ আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড
ফোন—পি, কে ১৯৭৯

ই-৫৮ নিউ মার্কেট বার্টাররেঞ্জ
ইণ্ডিয়ান রিফ্রেসমেণ্ট রুম—
কাষ্টামস্ হাউস।

দ্বারিকের খাবার

টাট্‌কা ও সুস্বাদু বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ


231

**যন্ত্রীসঙ্ঘ**

পরিচালক—সুরেন্দ্রলাল দাস

৯-১০ **রামপ্রসাদী গান**

ভবতোষ ভট্টাচার্য্য

৯-২৫ **বাংলা গান** ( প্রাচীন ঢঙে )

ইন্দুবালা

৯-৪৫ **যন্ত্রীসঙ্ঘ** ( পূর্ব্বানুবৃত্তি )

৯-৫০ **কাব্যসঙ্গীত**

জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ

১০-১০ **বাংলা গান** ( লঘু চা'লের )

কমলাবালা

১০ ২৫ **সঙ্গীতশিক্ষাদান**

পঙ্কজ কুমার মল্লিক

১০-৪৫ **খেয়াল** ( বাংলা )

জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী

১১-১৫ **সমালোচনা**—অভিনয় প্রসঙ্গ

স্পেক্টেটর

১১-৩০ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

১টা সময়-জ্ঞাপন

—

**সান্ধ্য অনুষ্ঠান**

৬-৩০ সময়-জ্ঞাপন

চার্চ্চ সার্ভিস ( ইংরাজীতে )

৭-৪৫ **খেয়াল** ( পূরিয়া )

মায়া দেবী

৮টা **রবীন্দ্র-সঙ্গীত**

সতী দেবী

৮ ২০ **বেহালা**

ফণীন্দ্রনাথ বসু

৮-৩০ **আবহাওয়া ও সংবাদ** ( বাংলা )

৮ ৪৫ **ভজন** ( হিন্দুস্থানী )

সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়

৯টা **ঠুংরী ও দাদ্‌রা**

নুটু মুখোপাধ্যায়

৯-১৫ **ভজন ও দাদ্‌রা**

মায়া বন্দ্যোপাধ্যায়

৯-৩০ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

১০টা সময়-জ্ঞাপন

—

God Save the King Emperor

শেষ

—

**সোমবার, ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭**

২৮শে ভাদ্র, ১৩৪৪

—

**দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠান**

১টা সময়-জ্ঞাপন

সঙ্গীতাদি ( ইংরাজীতে )

২টা **বিদ্যার্থীমণ্ডল**

( ক ) **বক্তৃতা**—জগতের প্রসিদ্ধ অভিযানকারী ( ৪ )

—রোলা আমুনসেন

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

( খ ) "স্বপ্ন-প্রয়াণ" হইতে পাঠ

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

২-৩০ **গ্রামোফোন রেকর্ড**

চিত্তরঞ্জন রায়—আধুনিক বাংলা গান

প্রমদা— " " "

পদ্মরাণী গাঙ্গুলী—কীর্ত্তন

মিঃ ও মিসেস্ দাশগুপ্ত—কৌতুক-কথা

৩টা **পাঁচালীর আসর**

গৌরমোহন মুখোপাধ্যায়

৩-২০ **স্বরোদ**

হেমেন্দ্র দাশগুপ্ত

৩-৩০ সময়-জ্ঞাপন

—

**সান্ধ্য অনুষ্ঠান**

৫-৩০ সময়-জ্ঞাপন

**পল্লীমঙ্গল আসর**

৬টা **বাংলা গান** ( লঘু চা'লের )

প্রভাবতী

৬-১৫ **সাধন-সঙ্গীত**

গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

৬-৩০ **কাব্য-সঙ্গীত**

সুকৃতিপ্রসন্ন সেন

৬-৪৫ **সেতার**

শোভা কুণ্ডু

৭টা নবেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যবস্থাপনায় ও প্রযোজনায়

**শারদীয়া**—বিচিত্র অনুষ্ঠান

সঙ্গীত-সঙ্গতি—ঘোষ-যন্ত্রীবর্গ

আবৃত্তি—নবেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়

গান—জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ

বাণী সরকার

চিত্তরঞ্জন রায়

আরতি ঘোষ

মমতা সাহা

বঙ্কিম বন্দ্যোপাধ্যায়

চারু ঘোষ

উমা চন্দ

ভদ্রা দত্ত

সুজিত রায়

৮-১৫ **বক্তৃতা**—থিয়েটারের কথা ( ২ )

বাংলা থিয়েটারের গোড়াকার কথা

শ্রীশচন্দ্র বসু

৮-৩০ **আবহাওয়া ও সংবাদ** ( বাংলা )

৮-৪৫ উল্লিখিত বিচিত্র অনুষ্ঠানের পূর্ব্বানুবৃত্তি

**গজল** ( হিন্দুস্থানী )

আহম্মদ খাঁ আমলী

**ঠুংরী**

চিত্রলেখা গাঙ্গুলী

৯-২৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

১১টা সময়-জ্ঞাপন

—

God Save the King Emperor

—

**মঙ্গলবার, ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৭**

২৯শে ভাদ্র, ১৩৪৪

—

**দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠান**

১টা সময়-জ্ঞাপন

সঙ্গীতাদি ( ইংরাজীতে )

২টা **গ্রামোফোন রেকর্ড**

বাংলার ছেলেমেয়ে—কোরাস্

এন্, মজুমদার ও জগন্নাথ দে—ক্ল্যারিওনেট ও ম্যাণ্ডোলিন

পারুলপ্রভা দাশগুপ্ত—আধুনিক গান

অশোক ঘোষ—স্বরোদ

২-৩০ **বক্তৃতা**—পৌরাণিক ভারত ( ৫ )

—আস্তিক মুনির গল্প

বিষ্ণুশর্ম্মা

২-৪৫ **আধুনিক বাংলা গান**

রাধাবিনোদ ঠাকুর

২-৫৫ **বাংলা গান** ( লঘু চা'লের )

জগদিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৩-৫ **বেহালা**

সনৎ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৩-১৫ **বাংলা গানের আলোচনা**

নারায়ণ চৌধুরী

৩-৩০ সময়-জ্ঞাপন

—

**সান্ধ্য অনুষ্ঠান**

৫-৩০ সময়-জ্ঞাপন

**ছোটদের বৈঠক**

"অকাল-পদ্ম" ( অভিনয় )

রচনা ও প্রযোজনা—দেবাশিস্ সেনগুপ্ত

সঙ্গীত-সঙ্গতি—ডিসেণ্ট ক্লাব

৬-৩০ ক্ষিতীন রায়ের ব্যবস্থাপনায় এসোসিয়েটেড্ আর্টিষ্ট্স্ কর্তৃক

**সঙ্গীতানুষ্ঠান**

বীণাপাণি ঘোষ—ঠুংরী

কল্যাণী মুখোপাধ্যায়—আধুনিক বাংলা গান

সুনীল দাস ও মাধুরী মুখোপাধ্যায়—দ্বৈত ভজন

আনন্দ মুনসী—ভাটিয়ালী

সমীর বসু—আধুনিক বাংলা গান

কার্ত্তিক দাস—ঠুংরী

প্রফেসর এ, সি, দাস—পিয়ানো

৭-৪৫ **আধুনিক বাংলা গান**

বীণা চৌধুরী

৭-৪৫ **কীর্ত্তন**

কনকলতা ঘোষ

৮টা **বেতার অর্কেষ্ট্রা**

পরিচালক—তারকনাথ দে

৮টা **বক্তৃতা**—জীবন-ধারা ( ১ )

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

৮-৩০ **আবহাওয়া ও সংবাদ** ( বাংলা )

৯-৪৫ **দাদ্‌রা ও গজল**

সুনীল বসু

৯-৫ **কাওয়ালী**

আবদুল আজিজ খাঁ

৯-২৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

১১টা সময়-জ্ঞাপন

—

God Save the King Emperor

[ শেষ

—

**বুধবার, ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭**

৩০শে ভাদ্র, ১৩৪৪

—

**দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠান**

১টা সময়-জ্ঞাপন

সঙ্গীতাদি ( ইংরাজীতে )

২টা **গ্রামোফোন রেকর্ড**

"জীবন বীমা" ( রেকর্ড- নাট্য )

২-৩০ **বক্তৃতা**—স্বাস্থ্য ও সুখ ( ১১ )

– চর্ম্মরোগ

ডাঃ এ, গুপ্ত

২-৪৫ **লোকসঙ্গীত**

মীরা দে সরকার

২-৫৫ **আধুনিক বাংলা গান**

বরদা চরণ গুহ

৩-৫ **আবৃত্তি**

অমূল্য দাশগুপ্ত

৩-১৫ **সেতার**

জিতেন দাশগুপ্ত

৩-৩০ সময় জ্ঞাপন

—

**সান্ধ্য অনুষ্ঠান**

৩-৩০ সময় জ্ঞাপন

**পল্লীমঙ্গল আসর**

৬টা **টপ্পা** (বাংলা)

পঞ্চানন সরকার

৬·১৫ **আধুনিক বাংলা গান**
( শাস্ত্র-সম্মত সঙ্গীত ধারায় )
গোকুল মুখোপাধ্যায়

৬·৩০ **সেতার**
পুলিন পাল

৬·৪৫ **খেয়াল** ( শ্রীরাগ )
কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়

৭·৫ **সাধন-সঙ্গীত**
উত্তরা দেবী

৭·২৫ **বেহালা**
অকিঞ্চন দত্ত

৭·৪০ **"সমুদ্র-গর্ভে"**—বেতার-বিচিত্রা
রচনা ও প্রযোজনা—বাণীকুমার

৮·১৫ **বক্তৃতা—ভারতীয় চিত্রকলা ও স্থাপত্য শিল্প**
ও, সি, গাঙ্গুলী

৮·৩০ **আবহাওয়া ও সংবাদ** ( বাংলা )

৮·৪৫ **ভজন ও দাদ্‌রা**
রতনলাল

৯·৫ **দাদ্‌রা ও গজল**
হাশমৎ ( গোয়ালিয়র )

৯·২৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

১১টা সময় জ্ঞাপন
—
God Save The King Emperor.
—
শেষ

---

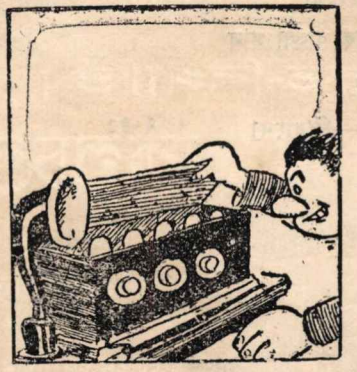

বিশেষ দ্রষ্টব্য
১৯৯ডি কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ঠিকানায় ক্যালকাটা গ্রামোফোন সেলুনে
"বেতার জগৎ"পাওয়া যায়

—"The perfect food in the Perfect Form"—

Magnolia
CERTIFIED PURE

232

# ICE-CREAM

Made from Pasteurized fresh milk, cream aad finest sugar—all as pure as pure can be. There is nothing nicer or more refreshing yet so **reasonable in price**

## MAGNOLIA DAIRY PRODUCTS LTD.

CALCUTTA.

232A

বেবী ১৬৲ হইতে
নিউ মডেল বেবী ২০৲
হইতে
মাষ্টার বেবী ২৫৲ হইতে

## ভারত-বিখ্যাত পিয়ানো-বাদক

## অনুকূলচন্দ্র দাস

যিনি Cinema Institute ও Bethune College এর পিয়ানো শিক্ষক ও যাঁর পিয়ানো বাজানো Megaphone Recordএ শুনতে পাবেন, তিনি সাধারণের সুবিধার জন্য ৭৮।৩A হ্যারিসন রোডে এক পিয়ানো কোচিং ক্লাস খুলেছেন। তিনি বৈজ্ঞানিকভাবে কতকগুলি হার-মোনিয়ম তৈরী করেছেন। ইহা নূতন শিক্ষার্থী ও গায়কদের পক্ষে এক অদ্বিতীয় বস্তু।

ON SALE
Pianos & Secondhand Organs Etc

**আর. সি, দাস এণ্ড কোং**

**পিয়ানো, অর্গান রিপেয়ারার্স এণ্ড টিউনার্স**

৭৮।৩এ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

ফোন—Cal. 5418.

বেতারের বহুল প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে

# বেতার জগৎ

শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধে
চিত্তাকর্ষক গল্পে
বেতার-আলোচনায়
অভিনেয় নাটকের প্রোগ্রামে
পক্ষকালের অনুষ্ঠান পত্রে
বৈচিত্র্যপূর্ণ চিত্রসম্ভারে
বেতার-জগৎ
প্রত্যেক বেতার-শ্রোতার
অবশ্যপাঠ্য পত্র

বেতার-শ্রোতৃবৃন্দের
ঘরে ঘরে
আবালবৃদ্ধবনিতার
কাছে
সমাদৃত হইয়াছে।
বেতার-জগতের বিজ্ঞাপন
ব্যর্থ হইবার নহে
কারণ

প্রতি সংখ্যা দুই আনা
—
বার্ষিক মূল্য দুই টাকা
—
ভিঃ পিঃ তে কাগজ পাঠানো
হয় না
—
বার্ষিক মূল্য অগ্রিম দেয়

যাঁহাদের ঘরে বেতার-যন্ত্র, তাঁহারাই বেতার জগতের গ্রাহক
এবং
তাঁহারাই বাজারের যাবতীয় সামগ্রীর ক্রেতা

## "বেতার জগৎ"—কার্য্যালয়

অল্-ইণ্ডিয়া-রেডিও
১ নং গার্‌ষ্টিন প্লেস, কলিকাতা
**Phone—Regent 818.**
**Regent 819.**

Printed by B. C. Seth, at the Seth & Co, Printing House, 78, Boloram De Street, Calcutta.
Edited & Published by N. K. Sarkar from All India Radio 1, Garstin Place, Calcutta.